পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 249 Thursday, 8 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা ❋ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের মন্ত্রিসভায় বড় রদবদল
নতুন দায়িত্ব পেলেন একাধিক মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েকটি দফতরে বদল করা হলেও সম্প্রতি মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দেওয়া অখিল গিরির কারা দফতরের দায়িত্ব আপাতত কেউকেই দেওয়া হল না। নবান্ন সূত্রের খবর, ওই দফতর আপাতত মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই রাখছেন। অন্য দিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর হাতে এক সময়ে থাকা শিল্প পুনর্গঠন দফতরের দায়িত্ব পেলেন বাবুল সুপ্রিয়। কয়েক দিন আগে এক মহিলা বনাধিকারিকের উদ্দেশে বিতর্কিত মন্তব্য করে দল ও সরকারের রোষের মুখে পড়েছিলেন অখিল। এর পর দলের নির্দেশ মেনেই কারা দফতরের মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের বিধায়ক। তখন থেকেই জল্পনা তৈরি হয়, কারা দফতরের দায়িত্ব কে পাবেন, তা নিয়ে। মঙ্গলবারই মন্ত্রিপদে অখিলের ইস্তফা গ্রহণ করে রাজভবন। সেই সঙ্গে অনেক দিন ধরে আটকে থাকা মন্ত্রিসভা রদবদলের ফাইলেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সূত্রের খবর, অখিলের কারা দফতর আপাতত কারও হাতেই দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সূত্রে দাবি, কারা দফতর নিয়ে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ার কারণ রদবদলের ফাইল দু'সপ্তাহ আগেই রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। তার পরেই অখিলকে নিয়ে বিতর্ক এবং পর্যায়ক্রমে মন্ত্রিপদ থেকে তাঁর ইস্তফা। ফলে সেই সময় রদবদলের প্রস্তাবের তালিকায় কারা দফতর ছিল না। কিন্তু ওই দফতর মুখ্যমন্ত্রী আপাতত নিজের

হাতে রাখায় প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি পরবর্তী কালে কারা দফতর আবার অখিলকে ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে? প্রশাসনিক শিবিরের একাংশের মতে, তা অসম্ভব কিছু নয়। অখিলের মন্তব্যে দল ও সরকার অস্বস্তিতে পড়ায় ক্ষত নিরাময় তাঁকে ইস্তফার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অখিল যে দল ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তা কেউই অস্বীকার করেন না। আর সেই কারণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে করা মন্তব্যের পরেও তাঁকে মন্ত্রিপদে রেখে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা নিজে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু এ বার পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগে দলের তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অখিলকে আবার মন্ত্রিসভায়, এমনকি কারা দফতরের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে প্রশাসনের অন্য একটি অংশের মত, যে হেতু রাজ্যের রদবদলের প্রস্তাবে কারা দফতর ছিল না এবং অখিলকাণ্ড সদ্য সদ্যই ঘটেছে, তাই বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সেই কারণে আপাতত ওই দফতর নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সব দিক বিবেচনা করে অন্য কারও ওই দফতর দেওয়া হতে পারে। তবে বাকি দফতরগুলিতে রদবদল হয়েছে। মোটের উপর নির্যাস হল, মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যেই দফতরের অদলবদল হয়েছে। অর্থাৎ, এক জনের দফতর অন্য আর এক জনকে দেওয়া হয়েছে। নতুন কোনও মুখ এ বার মন্ত্রিসভায় আনা হল না। জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর হাতে থাকা বন দফতরের দায়িত্ব সেই সময় ওই দফতরেরই প্রতিমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাকে দেওয়া হয়েছিল। আর শিল্প পুনর্গঠন দফতরটি নিজের হাতে রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বার তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সঙ্গে ওই দফতর সামলাবেন বাবুল। গত লোকসভা ভোটে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন রাজ্যের সেচ দফতরের দায়িত্বে থাকা পার্থ ভৌমিক। এ বার তাঁর দফতর গেল মানস ভুঁইয়ার হাতে। ডানা ছাঁটা হয়েছে গোলাম রব্বানির। তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে পরিবেশ দফতর। সেই দফতর গিয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে। রব্বানি পেলেন অচিরাচরিত শক্তি দফতর।

ভারতের সীমান্তে থিকথিক করছে বাংলাদেশিদের ভিড়, চলছে কড়া নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ আগস্টঃ জ্বলছে বাংলাদেশ। আঁচ এপার বাংলাতেও। অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সীমান্তে কড়া নজরদারি চলছে। পেট্রাপোল থেকে হিলি, সব জায়গাতেই ছবিটা এক। ছবিটা এক গেদে সীমান্তেও। এদিকে হাসিনা দেশ ছাড়তেই সে দেশের সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের উপর লাগাতার আক্রমণের অভিযোগ সামনে এসেছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতও। এদিকে এরইমধ্যে যা খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের একাধিক জেলায় দেশ ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন হাজার হাজার সংখ্যালঘু। ভিড় বাড়ছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও

জেলার রানিশংকৈল উপজেলার ৬ নম্বর কাশিপুর ইউনিয়নের টেমকাভিটা গ্রামের প্রায় সকলে দেশ ছাড়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে। একেবারে গোটা গ্রামই এখন জনমানবহীন। এক কাপড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তারা ভারতীয় সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। যে এলাকায় তাঁরা এসে জড়ো হয়েছেন তার ঠিক উল্টো পারেই উত্তর দিনাজপুর। কিন্তু, সেখানে সদা তৎপর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। টহল দিচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা। একই ছবি জলপাইগুড়িতেও। সেখানেও সীমান্তবর্তী এলাকা মানিকগঞ্জের সাতকুড়ার দেখা গেল কয়েক হাজার বাংলাদেশির ভিড়। সকলেই এ দেশে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। ওই অংশে আবার কোনও কাঁটাতার নেই বলে জানা যাচ্ছে। সে কারণেই সীমান্ত পারের সহজ রাস্তা হিসাবে ওই এলাকাকে বেছে নিয়েছেন অনেকে। তাতেই চিন্তা বাড়ছে বিএসএফের। ইতিমধ্যেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

সেনাপ্রধানের ঘোষণা
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেবে আজ রাতে

ঢাকা, ৭ আগস্টঃ বৃহস্পতিবারই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে, সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশে ফিরবেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁকেই প্রধান করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে শপথ নিতে পারেন ইউনূস। সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান বলেন, ''ইউনূস বৃহস্পতিবার দুপুরে আসবেন। আমরা সকলে তাঁকে সরকার গড়তে সাহায্য করব। আশা করছি, সব ভাল হবে। আমরা এখন চমৎকার পরিবেশে কাজ করছি। আপনারা কেউ গুজবে কান দেবেন না। নিজেরাও গুজব ছড়াবেন না।'' সরকার গঠন প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান আরও বলেন, ''বৃহস্পতিবারই যাতে সরকার গঠিত হতে পারে, আমরা তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইউনূস দুপুর ২.১০ নাগাদ দেশে আসবেন। ৪০০ জনের উপস্থিতিতে রাত ৮টা নাগাদ সরকারের শপথগ্রহণ হতে পারে।'' হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়েছে। দেশের পুলিশ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। সে প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেছেন, ''পুলিশের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। আশা করি, পুলিশের মনোবল ফিরবে। তারা দায়িত্ব পালন করবে। সেনাবাহিনী সর্বদা জনগণের পাশে রয়েছে। আমরা সকলে মিলে কাজ করব এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ দেশকে উপহার দেব।'' দেশের বিভিন্ন অংশে পুলিশের অনুপস্থিতিতে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। সে প্রসঙ্গে সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এখন পরিস্থিতি অনেক শান্ত। কোথাও কোথাও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। যার নেপথ্যে কিছু কারণও রয়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। হাসিনার পদত্যাগের পর সাংবাদিক বৈঠক করে সেনাপ্রধান জানিয়েছিলেন, সেনাবাহিনী আপাতত বাংলাদেশের পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছে। তাদের অধীনে তৈরি হবে তদারকি সরকার। এর পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর তিন প্রধান বৈঠক করেন এবং সেখানেই ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উদ্ধব ঠাকরের ডাকে সাড়া, এবার মহারাষ্ট্রে ভোটপ্রচারে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

মুম্বই, ৭ আগস্টঃ মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটপ্রচারে যাবেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বন্ধু' উদ্ধব ঠাকরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর দলের প্রার্থীদের হয়ে জনসভা করতে পারেন তৃণমূল নেত্রী। এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রের। তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে উদ্ধব ঠাকরের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। লোকসভা ভোটের আগেও শিব সেনার উদ্ধব মুখদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রচারে গেলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আরও দানা বাঁধবে বলে মনে করছেন শিব সেনার উদ্ধব শিবিরের প্রধান। সেকারণেই প্রচারে মমতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। বুধবার দিল্লিতে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। উদ্ধব তাঁকে জানান, মমতা তাঁকে কথা দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের ভোটপ্রচারে

শিবিরের সুপ্রিমোর সঙ্গে কথা বলেছেন মমতা। ভোটের পর মহারাষ্ট্রে গিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে উদ্ধব এবং মমতার আলাদা রসায়ন রয়েছে। সদ্য আম্বানিদের বিয়েতে গিয়েও উদ্ধবের সঙ্গে কথা হয়েছে মমতার। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে বিজেপিকে হারাতে মমতার সাহায্য চাইছেন উদ্ধব। তৃণমূল নেত্রী দেশে বিজেপি বিরোধী গ্রহণযোগ্য যাবেন। তৃণমূল সুপ্রিমোর কর্মসূচি নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেন ডেরেকের সঙ্গে। দিওয়ালির পরই মহারাষ্ট্রের ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সেরাজ্যে কংগ্রেস এবং এনসিপির শরদ পওয়ার শিবিরের সঙ্গে জোট করে নির্বাচন লড়ার কথা শিব সেনার উদ্ধব শিবিরের। তবে তিন দলের মধ্যে আসনরফা নিয়ে আলোচনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। মমতা যদি মহারাষ্ট্রে যান তাহলে যাবেন উদ্ধবের প্রার্থীদের সমর্থনেই।

১০ আগস্ট ওয়ানড় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, হেলিকপ্টারে ঘুরে দেখবেন 'মৃত্যুপুরী'

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ দুর্ঘটনার ১১ দিন পর অবশেষে ওয়ানড় সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১০ আগস্ট ভূমিধসে বিপর্যস্ত ওয়ানড়ে পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি। পাশাপাশি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। গত ৩০ জুলাই মধ্যরাতে ভয়াবহ ধস নামে ওয়ানাড়ের পাহাড়ি এলাকায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গোটা এলাকা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধারকাজে নামে দেশের তিন সেনা। এই দুর্ঘটনায় সরকারি হিসেবে মৃত্যু হয়েছে ২২৪ জনের। যদিও বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনার ১১ দিন পর অবশেষে ওয়ানড়ে যাচ্চেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর। একাধিক সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর, ওই দিন বিশেষ বিমানে কন্নুর যাবেন মোদি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা। এর পর বেশকিছু ত্রাণ শিবিরে গিয়ে কথা বলবেন দুর্ঘটনায় বেঁচে ফেরা প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে। বর্তমানে এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। সেখান থেকে হয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রীর ওয়ানড় সফরসূচি প্রকাশ্যে এল সংসদে বিরোধী দলনেতার সরব হওয়ার ঠিক পর। বুধবার ওয়ানড়ের ভয়ংকর ভূমিধসের ঘটনাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

জ্যোতিপ্রিয় কি জামিন পাবেন?
আদালতে বালুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিল জেল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য মেডিক্যাল টেস্টের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই মামলায় বুধবার আদালতে জ্যোতিপ্রিয়র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিলেন প্রেসিডেন্সির জেল সুপার। অসুস্থতার কারণে এর আগে চিকিৎসার জন্য অন্তত একমাসের জামিনে মুক্তির আর্জি জানিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায়। এদিন আদালতে তিনি বলেন, জেল কর্তৃপক্ষের জমা দেওয়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্টের বিষয়ে কল্যানী এইআইএম এর পরামর্শ নেওয়া হোক। প্রেসিডেন্সি জেলের জমা দেওয়া রিপোর্ট দেখতে চান ইডির আইনজীবী ধীরাজ দ্বিবেদীও। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানিয়ে দেন, রিপোর্টের কপি আদালতের নির্দিষ্ট নিয়মে পাওয়া যাবে। তখনই এ ব্যাপারে নিজের বক্তব্য জানাতে পারবে দু'পক্ষ। তারপরই জ্যোতিপ্রিয়র জামিনের বিষয় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৩ আগস্ট। রেশন দুর্নীতি মামলায় আনুমানিক প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি ইডির আধিকারিকদের। সেই দুর্নীতির তদন্তে নেমেই গত বছরের ২৭ অক্টোবর মাঝরাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বাড়িতে প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ৩টে নাগাদ তৎকালীন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। রেশন দুর্নীতি মামলায় আটাকল মালিক বাকিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পরই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম সামনে আসে। গ্রেফতার হওয়ার পর চিকিৎসার কারণে দীর্ঘদিন এসএসকেএম হাসপাতালে ছিলেন বালু। সেখান থেকে তাঁর ঠিকানা এখন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার। কিন্তু সেখানে তাঁর যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর আগেও জেলে বালুর চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। অসুস্থতার প্রেক্ষাপটেই জামিন চেয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি আদালত। এরপরই আদালতে তত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাবি জানিয়েছিলেন বালুর আইনজীবী।

যোধপুর পার্কের কোরিয়ান ক্যাফেতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ খোদ কলকাতায় ক্যাফেতে বিস্ফোরণ। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ যোধপুর পার্ক এলাকায় একটি ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্যাফেটি। শাটার ভেঙে যায়। ক্যাফেরই এক কর্মী আহত হন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বিস্ফোরণের জেরেই জ্বলে ওঠে গোটা ক্যাফে। দমকলের ১ ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। কী থেকে বিস্ফোরণ, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার থাকে লিকেজ হওয়ার কারণে বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, সেটা খতিয়ে দেখছে দমকল এবং পুলিশ। আশপাশের দোকানিরা জানাচ্ছেন, ক্যাফে সকালে সবেমাত্র খুলেছিল। তখন ক্যাফেতে এক-দু'জনই কর্মী ছিলেন। কোনও

কাস্টোমার ছিলেন না। আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল, যে আশপাশের দোকানও কেঁপে ওঠে। দ্রুত দৌড়ে এসে তাঁরা দেখেন ভেঙে পড়েছে ক্যাফে। ভিতরে ঝলসে গিয়েছে সব। ভিতরে আটকে পড়েছিলেন এক কর্মী। দ্রুত তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ-দমকল। আহতকে উদ্ধার করা হয়। তবে কী থেকে বিস্ফোরণ, তা নিয়েই ধন্দ রয়েছে।

পাসে হবে না, ট্রেনের টিকিট কাটতেই হবে আরপিএফ-জিআরপি-কে, বড় নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ রেলেরই কর্মী। তাহলে ট্রেনে চড়তে আবার টিকিট কীসের? ডিউটি পাস দিয়েই ট্রেনে চাপেন আরপিএফ, জিআরপির কর্মীরা। কিন্তু এবার সুখের দিন শেষ। আরপিএফ, জিআরপি কর্মীদেরও ডিউটিতে যাওয়ার সময় ট্রেনের টিকিট কাটতেই হবে। এমনটাই নির্দেশ দিল রেলওয়ে ট্রাইব্যুনাল। রেলওয়ে ট্রাইব্যুনালের তরফে একটি মামলার শুনানিতেই বড় সিদ্ধান্ত জানানো হল। এক আরপিএফ কনস্টেবলের ক্ষতিপূরণের আবেদন খারিজ করে, রেলওয়ের তরফে সাফ জানানো হয়, রেল পুলিশদেরও ট্রেনে যাত্রার সময় বৈধ টিকিট কাটতে হবে। খালি পরিচয়পত্র দেখালে হবে না। রেলওয়ে ট্রাইবুন্যালের আহমেদাবাদ বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল। ডিউটিতে থাকাকালীন রেল দুর্ঘটনায় এক আরপিএফ কর্মীর পা বাদ যায়। তিনি লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার তদন্তেই জানা যায়, ওই রেলকর্মী বৈধ টিকিট কাটেননি। পরিচয়পত্র দেখিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন। জানা গিয়েছে, ওই রেলকর্মী ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর সুরাট রেলওয়ে থানায় গিয়েছিলেন। তিনি সুরাট-জামনগর ট্রেনে সুরাট থেকে ভারুচ ফিরছিলেন। দুর্ঘটনাবশত পালেজ স্টেশনে পড়ে যান। তাঁর বা পায়ে গুরুতর চোট লাগেএবং পায়ের একটি অংশ কেটে ফেলতে হয়। ওই আরপিএফ কর্মী এরপরই রেলের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। সেই মামলারই শুনানিতে রেলওয়ে

ট্রাইব্যুনালের তরফে বলা হয়, বৈধ টিকিট না থাকায়, ওই আরপিএফ কর্মীকে ট্রেনের যাত্রী হিসাবে গণ্য করা যায় না। সরকারিভাবে যাত্রী হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য টিকিট থাকা বাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র পাস দেখিয়ে ট্রেনে চড়া যাবে না। ট্রাইব্যুনালের তরফে রেলওয়ের উদাসীন মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বৈধ প্রমাণের অভাবে আবেদনকারীকে প্রকৃত ভ্রমণকারী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

আগামী সাত দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দক্ষিণেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হল উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়। দক্ষিণবঙ্গেও রইল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী সাত দিন এমনটাই থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বর্ষাভাগ্য। মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে গঙ্গানগর, পিলানি, আগরা, রাঁচি, দিঘার উপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপরে থাকা ঘূর্ণাবর্ত এখন পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওড়িশার উপরে অবস্থান করছে। ফলে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই এলাকায় নিম্নচাপ বলয় তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া পরিবর্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গ। বুধ-বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আপাতত দু'দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায়। তবে কোথাও একটানা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শনি ও রবিবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং দুই ২৪ পরগনায়। উল্টো দিকে চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আগামী তিন দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার-সহ পাঁচ জেলায়। এই জেলাগুলিতে দৈনিক ৭-১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ারে শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলা প্রশাসনকে ভূমিধস নিয়েও সাবধান থাকতে বলেছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবারও মেঘলাই থাকবে কলকাতার আকাশ। শহরের কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। একই চিত্র বহাল থাকবে অন্যান্য জেলাতেও। এ ছাড়া আপাতত আর বৃষ্টির আশা নেই দক্ষিণবঙ্গে!

৫০ লক্ষ টাকার মাছ নষ্ট হল পেট্রাপোল সীমান্তে, সোমবার থেকে দাঁড়িয়েছিল ট্রাক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ আগস্টঃ বন্ধ আমদানি রফতানি। সীমান্তে নষ্ট হল ৫০ লক্ষ টাকার মাছ। ওড়িশার চিল্কা থেকে সমুদ্রের মাছ নিয়ে সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ পেট্রাপোলে এসে পৌঁছেছিল চারটি ট্রাক। কাস্টমসের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকগুলি। দুটি ট্রাকের মাছ ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করেছে। দুটি ট্রাকের চালকই জানান, সোমবার থেকে টানা তিনদিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা। বুঝতে পারছেন দুটি ট্রাকের মাছই খারাপ হয়ে গেছে। তাতেই ক্ষতির পরিমান ৫০ লক্ষ টাকা। বাকি দুটি ট্রাকের মাছও খারাপ হয়ে গেলে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার পর থেকেই বারবার ব্যাহত হচ্ছে সীমান্ত বাণিজ্য। শনিবার থেকে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। সোমবার পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। সীমান্ত বাণিজ্যেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে মঙ্গলবার সকাল এগারোটা কুড়ি থেকে কিছু ট্রাক চলাচল শুরু হয়েছিল। বিকাল চারটে পর্যন্ত প্রায় দেড়শো মতো ট্রাক বাংলাদেশে গেছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছে তিন চারটি ট্রাক। চারটের পর থেকে ঘোজাডাঙা সীমান্তের চেকপোস্টের গেট বন্ধ করে দেয় বিএসএফ। তারফলে অশান্তির আবহে দুই দেশের মধ্যে মালপত্র আমদানি ও রফতানি প্রায় সবই বন্ধ। যে কারণে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিঙ্ক ট্রাক। বাংলাদেশ থেকে আসা বা ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া

পেট্রাপোলের মতো ঘোজাডাঙাতেও ট্রাকের সারি। শিকেয় উঠেছে পণ্য পরিবহণ। গত কয়েকদিন ধরে শুধু মাছ নয়, নষ্ট হচ্ছে লাখ লাখ টাকার সবজি-ফল। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন দু-পারের ব্যবসায়ীরা। মালপত্র রফতানি এবং আমদানি করতে বড় পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে সাহায্য করে এই লিঙ্ক ট্রাক। এমতাবস্থায় ট্রাক চালক ও মালিকদের মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অভিযোগ ওষুধ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই আটকে রাস্তায়। বিপুল ক্ষতির মুখে ট্রাক মালিকরা। একইসঙ্গে বাংলাদেশে মালপত্র নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন চালকদের একটা বড় অংশ। তাঁদের বক্তব্য এর আগেও তাঁরা বাংলাদেশ গিয়েছেন। তখন এমন পরিস্থিতি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোশিয়েসনের জেনারেল সেক্রেটারি সজল ঘোষ বলছেন, ''পেট্রোপল হোক বা হিলি, মেহেদিপুর, ফুলবাড়ির মতো বর্ডারগুলিতে হাজার দু'য়েক গাড়ি আটকে রয়েছে। গতকাল ২ থেকে ২ ঘণ্টার জন্য বর্ডার খোলা হয়। সেই সময় এক থেকে দু' হাজার গাড়িকে পার করানো সম্ভব হয়। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বর্ডার বন্ধ হয়ে যায়। অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের গাড়ি আটকে পড়েছে। অনেক গাড়িতেই আদা-রসুন-পেঁয়াজ রয়েছে। অনেক আলাদা করে পেঁয়াজের গাড়ি আটকে গিয়েছে। অনেক ওষুধের গাড়িও আটকে গিয়েছে। এখন কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে নিতীন গড়কড়ির কাছে দরবার করা হচ্ছে বিষয়টা দেখার জন্য। কারণ ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে।''

বাইশে শ্রাবণে কবিগুরুকে স্মরণ, বিশেষ উপাসনা বিশ্বভারতীতে

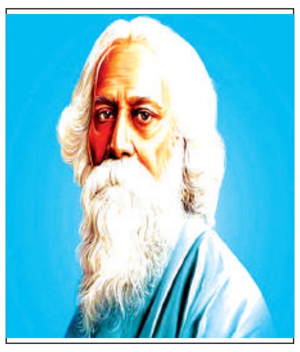

শান্তিনিকেতন, ৭ আগস্টঃবাইশে শ্রাবণ মানেই মন খারাপের দিন, বুধবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বুধবার প্রথা মেনে ভোরবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, বিশেষ উপাসনা এবং কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বাইশে শ্রাবণ পালিত হল বিশ্বভারতীতে।বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবসে বিশেষ উপাসনায় উপস্থিতি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মন্ডল, শিক্ষক, কর্মী, পড়ুয়া, আশ্রমিকেরা। এ দিন সঙ্গীত পরিবেশন, বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে কবিকে স্মরণ করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে গানে, কবিতায় ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে. নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

মনু ভাকের ফিরলেন দিল্লিতে, আনন্দ ও উল্লাসে বরণ করে নিল দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃস্বাধীন ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মনু ভাকের। এই কৃতিত্ব অর্জনের পর বুধবার সকালে দিল্লিতে ফিরলেন মনু। দেশের গর্বকে আনন্দ ও উল্লাসে বরণ করে নিল দেশ। দিল্লি বিমানবন্দরে জমকালো স্বাগত জানানো হয় মনুকে। এই আপ্যায়নে খুশি হয়ে মনু বলেছেন, এত ভালবাসা পেয়ে আমি খুবই খুশি।প্যারিসে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু। দ্বিতীয় ইভেন্টে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সরবজ্যো সিং। উল্লেখ্য, মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন মনু। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে মনু প্যারিস অলিম্পিকে সেরা পারফর্মার। স্বভাবতই মনু দেশবাসীকে গর্বিত করেছেন। আর তাই আগামী ১১ আগস্ট প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা থাকবে ২২ বছরের এই শুটারের হাতে।

ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, সংসদে দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে ভারত সরকারের কাছে তাঁর আর্জি, ওয়ানাডের জন্য একটি বিস্তৃত পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হোক। এদিন লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমি কিছু দিন আগে আমার বোনের সঙ্গে ওয়ানাড গিয়েছিলাম এবং আমি নিজের চোখে বেদনা ও যন্ত্রণা দেখেছি। ২০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ।বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা, নৌবাহিনী, কস্ট গার্ড, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্যদের কাজ এবং কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সহায়তার প্রশংসা করতে চাই। এটি একটি বিশাল ট্র্যাজেডি।

কালী নদীর ওপর সেতু ভেঙে বিপত্তি

পানাজি, ৭ আগস্ট ঃ কালী নদীর ওপর সেতু ভেঙে বড়সড় বিপত্তি! সেতু ভেঙে পড়ায় গোয়া ও কর্ণাটকের মধ্যে সংযোগকারী ৬৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাত একটা নাগাদ কর্ণাটকের সদাশিবগড়ে কালী নদীর ওপর একটি পুরানো সেতু ভেঙে পড়ে।সেতু পার হওয়ার সময় একটু ট্রাক কালী নদীতে পড়ে যায়।

উচ্চাকাঙ্খী প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা নিয়ে সংসদে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর উত্তর

নতুন দিল্লি, (পিআইবি)৭ আগষ্ট, কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নোয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী শস্য বিমা যোজনায় বেশ কিছু অসুবিধা ছিল। কৃষকদের উচ্চহারে প্রিমিয়াম দিতে হত এবং তাদের দাবি দাওয়া নিষ্পত্তিতেও বিলম্ব হত। কৃষক এবং কৃষক সংগঠনগুলির এই নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ফসল বিমা যোজনা নিয়ে আসার পর আপনারা তুলনা করলে দেখবেন যে আগে যেখানে কেবলমাত্র ৩.৫১ কোটি আবেদনপত্র জমা পড়ত, এখন সেখানে ৮.৬৯ কোটি আবেদন পত্র জমা পড়ে। এর থেকেই বোঝা যায় নতুন এই বিমা যোজনাকে ঘিরে কৃষকদের আস্থা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে সরকারের সময়কালে অঋণী কৃষকদের বিমা পলিসি-র মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৮ কোটিতে। অতীতে সরকারের সময়কালে মোট কৃষক আবেদনের সংখ্যা ছিল ৩.৭১ কোটি। এখন সেই সংখ্যা ১৪.১৭ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কৃষকরা প্রিমিয়াম দিয়েছেন ৩২,৪৪০ কোটি টাকা। যেখানে তাদের দাবি মেটানো হয়েছে ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা। শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, অতীতে সরকারের সময়ে পুরনো শস্য বিমা যোজনা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হত এবং ব্যাঙ্কগুলি বিমার প্রিমিয়াম নিজেরাই কেটে নিত। আমাদের সরকার এই বৈষম্য দূর করেছে। এখন কৃষক যদি চান তিনি বিমা করতে পারেন। তিনি না চাইলে করবেন না। আগে অঋণী কৃষক বিমার সুবিধা পেতেন না, এখন তারা চাইলে বিমা করতে পারেন। ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ কৃষক বিমার আওতায় এসেছেন এবং সেই সংখ্যা আরও বাড়ছে। সরকার এই প্রকল্পের সরলীকরণ করেছে। যাতে কৃষকদের এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোনো অসুবিধা না হয়।তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আরও একটি উদ্ভাবনী দিক নিয়ে আসা হয়েছে, তা হল কেবল চোখে দেখেই চাষে ক্ষতির পরিমাণ হিসাব বাধ্যতামূলক না করে বরং দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কম করে ৩০ শতাংশ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নির্ণয় করা। অনেক সময় বিমার টাকা পেতে বিলম্ব হয়, সেক্ষেত্রে বিমা কোম্পানিগুলিকে ১২ শতাংশ পেনাল্টি প্রদান করতে হবে এবং তা যাবে সরাসরি কৃষকের অ্যাকাউন্টে। এই বিলম্ব কেন ঘটে তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে আমরা দেখব, বেশিরভাগ রাজ্যই প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে যে ভর্তুকি দেয় সেক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটায়। অনেক সময় যথাযথ তথ্য এসে পৌঁছোয় না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিমা সংস্থা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে দাবিদাওয়া সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে। অতীতে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে রাজ্যসরকার তাদের বরাদ্দ অর্থ দিলে, তবেই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বরাদ্দ অর্থ প্রদান করত। এখন রাজ্য সরকারের দেয় ভাগের সঙ্গে কেন্দ্রের বিষয়টিকেই সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকের টাকা পেতে যাতে দেরি না হয়, তার জন্য কেন্দ্র সরাসরি তাদের টাকা দিয়ে দেয়। যাতে করে কৃষকরা অন্তত কেন্দ্রের দেওয়া টাকা হাতে পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা দেশের প্রত্যেকটি জেলায় প্রত্যেকটি কৃষকের জন্য। এর ৩ টি মডেল রয়েছে। এক্ষেত্রে এই পলিসি-র দায়ভার কেন্দ্রেরই। রাজ্য তার নিজের পছঃেদর ভিত্তিতে মডেল তৈরি করতে পারে। এই ফসল বিমা যোজনা করতে প্রত্যেক রাজ্য দায়বদ্ধও নয়। কোনো রাজ্য তা গ্রহণ করতে না চাইলে তারা তা গ্রহণ করতে নাও পারেন। তিনি বলেন, বিহারে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা রূপায়ণ করা হয়নি। তাদের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রকল্প মোতাবেকই তারা কৃষকদের সুবিধার্থে কাজ করে থাকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবস

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ ২২ শে শ্রাবণ। বাংলা ১৩৪৮ সন। ইংরেজি ১৯৪১ সাল। ৭ ই আগস্ট। দিনটা ছিল রাখি পূর্ণিমা। ঘড়িতে দুপুর ১২ টা বেজে ১০ মিনিট। অমৃত লোকে যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষা। সেই বর্ষাতেই দেশবাসীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দিনেই রিক্ত হয়েছিল বাংলা।মহাকালের চেনা পথ ধরে প্রতিবছর ২২ শে শ্রাবণ আসে। ২০২৪ সালের আজকের দিন টি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবস। তিনি বাংলা সাহিত্য কে নানা বর্ণে- ছন্দে- গীতিতে সাজিয়েছেন। বাঙালির জীবনের অনেকটা জুড়ে সতত বিরাজমান এই মনীষী। বহু প্রতিভার অধিকারী এই কবি তাঁর প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বে দরবারে তুলে ধরেছিলেন। পেয়েছিলেন বিশ্ব কবির সম্মান। তিনি বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের এই অসামান্য প্রতিভা ১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মা সারদা দেবী। মাত্র ৮ বছর বয়সে তাঁর লেখালেখির হাতে খড়ি। এরপর লেখালেখি চলে বিরামহীন। বাংলা সাহিত্যে এমন কোন শাখা নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেন নি। তার প্রকাশিত কবিতার বই ৫২ টি। উপন্যাস ১৩ টি। ছোট গল্প ৯৫ টি। প্রবন্ধ ৩৬ টি। নাটকের বই ৩৮টি। কবির মৃত্যুর পর ৩৬ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়। কবির লেখা দুটি গান দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত । একটি হল-জনগণমনআমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত। অপরটি হল-আমার সোনার বাংলা ,আমি তোমায় ভালোবাসি-বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ ও চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন বিশ্বের অন্যতম সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের আনন্দে -বেদনায় ,দু ঃখে -সুখে, উৎসবে -অনুষ্ঠানে, মিলনে -বিরহে, জীবনে -মৃত্যুতে প্রেরণা দেয়। কবি তাঁর গান দিয়ে শত কোটি মানুষের হৃদয়ে আজও চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়া কবি তাঁর কবিতায় ,প্রবন্ধে ,গল্পে ,উপন্যাসে, ছবিতে প্রবলভাবে রয়েছেন আমাদের মাঝে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে জানাই- বিনম্র শ্রদ্ধা।

ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, সংসদে দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে ভারত সরকারের কাছে তাঁর আর্জি, ওয়ানাডের জন্য একটি বিস্তৃত পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হোক। এদিন লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমি কিছু দিন আগে আমার বোনের সঙ্গে ওয়ানাড গিয়েছিলাম এবং আমি নিজের চোখে বেদনা ও যন্ত্রণা দেখেছি। ২০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ।বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা, নৌবাহিনী, কস্ট গার্ড, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্যদের কাজ এবং কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সহায়তার প্রশংসা করতে চাই। এটি একটি বিশাল ট্র্যাজেডি।

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ ডলার । যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.০৩ ডলার বা ০.০৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৬.৫১ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০১ ডলার বা ০.০১ শতাংশ বেড়ে ৭৩.২১ ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়।

অমৃতসর থেকে শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত সুরক্ষিত সড়ক পথ তৈরি করা উচিতঃরাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃঅমৃতসর থেকে শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত সুরক্ষিত সড়ক পথ তৈরি করা উচিত । কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানালেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সাংসদ রাঘব চাড্ডা। বুধবার রাজ্যসভায়, উচ্চকক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশকে রাঘব চাড্ডা বলেছেন, শ্রী গুরু নানক দেবের জন্মস্থান শ্রী নানকানা সাহিবে একটি নিরাপদ করিডোর স্থাপন করা উচিত।কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাঘবের আর্জি, এই নিরাপদ করিডোর তৈরির বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। রাজ্যসভায় রাঘব আরও বলেছেন, পুণ্যার্থীদের জন্য পাসপোর্ট, ভিসা এবং জটিল ফর্মের কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত নয়। এছাড়াও, ভক্তদের কাছ থেকে কোনও ফি নেওয়া উচিত নয়। অমৃতসর (আত্তারি ওয়াঘা বর্ডার) থেকে পাকিস্তানের শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত একটি নিরাপদ সড়ক পথ তৈরি করা উচিত।

রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন কমিশনের, ভোট হবে ৩ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো নির্বাচন কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯টি রাজ্যের এই ১২টি শূন্য আসনে ভোট হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। গণনা হবে ওই দিনই বিকেল পাঁচটা থেকে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৬ ও ২৭ আগস্ট।অসম, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা - এই ৯টি রাজ্যে ১২টি রাজ্যসভার আসন খালি হয়ে পাে রয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত, স্ক্রুটিনি হবে ২২ আগস্ট। অসম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ আগস্ট এবং বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও ওডিশার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৭ আগস্ট।

টেকঅফের ৩-মিনিটের মধ্যেই যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন, নেপালে হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত ৫

কাঠমাণ্ডু, ৭ আগস্ট ঃনেপালের নুওয়াকোট জেলায় ভেঙে পড়লো একটি এয়ার ডাইনেস্টি হেলিকপ্টার। বুধবার দুপুরে নুওয়াকোটের শিবপুরী ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় ভেঙে পড়ে এয়ার ডাইনেস্টি হেলিকপ্টারটি। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, তাঁদের মধ্যে ৪ জন চিনের নাগরিক।ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মুখপাত্র সুবাশ ঝা বলেছেন, হেলিকপ্টারটি দুপুর ১.৫৪ মিনিট নগদ কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা হয়েছিল এবং স্যাপ্রুবেসি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হেলিকপ্টারে মোট ৫ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জন চিনা নাগরিক, তাঁরা রাসুয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। হেলিকপ্টারটি সিনিয়র ক্যাপ্টেন অরুণ মাল্লা ওড়াচ্ছিলেন। টেকঅফের মাত্র ৩ মিনিট পর হেলিকপ্টারটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হরিয়ানার রাস্তায় হঠাৎ আগুন গাড়িতে

পঞ্চকুলা, ৭ আগস্ট ঃ হঠাই হরিয়ানার পঞ্চকুলার একটি রাস্তায় গাড়িতে অগ্নিকান্ড। মাঝরাস্তায় আচমকাই আগুন লেগে যায় একটি গাড়িতে। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন গাড়িতে থাকা যাত্রীরা।জানা গিয়েছে, ওই সময় সেই গাড়িতে ছিলেন ৫ জন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা। পঞ্চকুলা থেকে গাড়িতে চেপে মর্নিতে কংগ্রেসের একটি সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে মর্নি-পঞ্চকুলা রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কোনওরকমে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণরক্ষা হয় যাত্রীদের।

বিএসএফ অফিসাররা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক এবং সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীদের সাথে সমন্বয় বৈঠক

নদীয়া, ৭ আগস্ট, বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ০৮ব্যাটালিয়ন এবং ১০৭ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ কর্মকর্তারা সীমান্ত সম্প্রদায় এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় স্থাপনের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের এবং সীমান্ত গ্রামের মানুষের সাথে একটি সমন্বয় বৈঠক করেন। এই প্রসঙ্গে, বর্ডার ফাঁড়িতে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ৮ম ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ানরা রানাঘাটের এসডিও এবং এসডিএম সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের সাথে, হাঁসখালির বিডিও, ডিএসপি (বর্ডার) পশ্চিমবঙ্গ, বিএল এবং এলআরও অফিসার, সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে। হাঁসখালির পরিচালক এবং সভাপতিহাঁসখালি গ্রামের পঞ্চায়েত সভাপতি, পঞ্চায়েত সদস্য। বিএসএফ-এর ০৮ ব্যাটালিযনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচনা করা মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সীমান্ত এলাকায় লম্বা ফসলের ব্যবস্থাপনা, সীমান্তের কাছাকাছি বেসামরিকদের দ্বারা পাট ডাম্পিং সমস্যা, কারফিউ পরে সীমান্ত সড়কে বেসামরিক চলাচল এবং বেড়িবাঁধ এলাকায় বেড়া দেওযার জন্য জমি অধিগ্রহণ। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এসব সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।এছাড়া ১০৭ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের সীমান্ত ফাঁড়ি উত্তরপাড়া ও মুস্তফাপুরে স্থানীয়.গ্রামবাসীদের সাথে সীমান্ত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তন এবং বাংলাদেশি সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের পর বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয় । বিএসএফ অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান কার্যকলাপ প্রতিরোধে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। গ্রামবাসীদের রাতের বেলা সীমান্ত এলাকায় এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত সড়কে (আইবিবিআর) অবাধে চলাচল না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বাজারের সমস্ত দোকান ২১০০ ঘন্টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং মসজিদ থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে যে গ্রামবাসীদের সীমান্ত এলাকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কৃষকদের শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাজের জন্য গেটটি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রয়োজনে বিএসএফ থেকে অবিলম্বে সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।বিএসএফ বাহিনী এবং স্থানীয় বেসামরিক জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে, সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রতি তারা প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছে।

তাঁতের প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত দেশ, জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। ৭ আগস্ট দিনটি প্রতিবছর জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস হিসেবে পালিত হয়, স্বদেশী আন্দোলনের কথা স্মরণে রেখেই এই দিনটি পালন করা হয়। বুধবার সকালে জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আমরা আমাদের দেশে তাঁতের সমৃদ্ধ পরম্পরা ও প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।আমরা আমাদের শিল্পীদের প্রচেষ্টাকেও যত্ন করি এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি। উল্লেখ্য, জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের মূল লক্ষ্য হল, তাঁত শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া। তাঁত শিল্পীদের উৎসাহ দিতে এখন প্রতি বছর উদ্যোগ নেওয়া হয় তাঁত মেলারও।

অবশেষে স্বস্তি, বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরলেন ২০৫ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ উদ্বেগ ও উকণ্ঠার অবসান, বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরলেন ২০৫ জন ভারতীয়। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ বিমানে বুধবার সকালে ঢাকা থেকে দিল্লি ফিরেছেন তাঁরা। যাত্রীদের মধ্যে ৬ জন শিশুও রয়েছে। মধ্যরাত পেরিয়ে ঢাকায় পৌঁছয় বিমানটি। সেখান থেকে ভারতীয়দের নিয়ে দিল্লিতে ফেরে সেটি।বুধবার থেকে দিল্লি-ঢাকা রুটে বিমান পরিষেবা চালু করছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না এখনই। ওই রুটে আপাতত প্রতি দিন মাত্র দু'টি উড়ান চালু থাকছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিষেবা চালুর পথে ভিস্তারা এবং ইন্ডিগোও। ভিস্তারার একটি বিমান প্রতি দিন মুম্বই থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। এছাড়া দিল্লি-ঢাকা সাপ্তাহিক তিনটি বিমান চলবে।এদিকে, বাংলাদেশের অনেক নাগরিকও এদিন ভারতে এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে আগত নাগরিকদের দাবি, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। ক্রমেই পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হবে।

আল-মামুনকে অব্যাহতি, বাংলাদেশের নতুন পুলিশ প্রধান ময়নুল ইসলাম

ঢাকা, ৭ আগস্ট ঃবাংলাদেশ পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে মো. ময়নুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব ভাস্কর দেবনাথ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, মো. ময়নুল ইসলামকে পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। ময়নুল ইসলাম ঢাকার ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ড পদে কর্মরত।এর আগে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার রাতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রক। তাতে বলা হয়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হল।

ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত, গুরুদায়িত্বে শান্তিতে নোবেলজয়ী

ঢাকা, ৭ আগস্ট ঃ শান্তিতে নোবেলজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিন বাহিনী প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১৩ জন সমন্বয়ক। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে নোবেলবিজয়ী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই সংকট উত্তরণে দ্রুত সম্ভব অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা জরুরি। উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করার পরামর্শ দেন। এ ছাাও রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে মনোনয়ন দেওয়ার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি সংকট উত্তরণে দেশবাসীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ২২ শে শ্রাবণ, বুধবার সকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক -শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু চার কথা বলেন। তিনি জানান যে, মানব প্রেমিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি মানবতার পক্ষে বারবার সওয়াল করেছেন। তিনি ছিলেন মনীষী। তিনি আছেন এবং থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে।রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস স্মরণে বিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়ের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তিনি আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা -ওরা কাজ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মনে তা ভীষণভাবে দাগ কাটে।অনুষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র আকাশ মন্ডল বিচিত্র সাধকবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সৌভিক ঘোষ বহুদিন ধরে কবিতাটি আবৃত্তি করল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী নিশা ঘোষ নৌকা যাত্রা কবিতাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সমাপ্তি ঘোষ সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেছে আমরা চাষ করি আনন্দে কবিতাটি। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী স্নেহা ঘোষ ও ইশা রায় সমবেত কন্ঠে আগুনের পরশমনি গানটি পরিবেশন করে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২২ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৭ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৩ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ৩ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩ হাবান, আসামঃ২২ শাওন, মুসলিমঃ১-সফর-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৩ঃ২১ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ১০ঃ২৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৭ঃ২৪ঃ২৪(৭) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৮ঃ০৬ঃ১৭(৭)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃতৃতীয়া (জয়া) রাত্রিঃ০৭ঃ ৩৪ঃ৫৫ দং ৩৫৫৩৪০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ পূর্বফাল্গুনী রাত্রিঃ০৭ঃ১৯ঃ৪৮ দং ৩৫১৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরফাল্গুনীকরণঃগর রাত্রিঃ০৭ঃ ৩৪ঃ৫৫ দং ৩৫৫৩৪০ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃপরিঘ সকাল ঘ ১১ঃ৪৫ঃ ২৯ দং ১৬২০৫ পর্যন্ত পরে শিবঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১৩ঃ২৭ থেকে - ০৬ঃ৫৭ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩২ঃ২৮ থেকে - ১১ঃ১৬ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৫ঃ০৬ থেকে - ০৫ঃ১৮ঃ৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ ৫৪ঃ৪২ থেকে - ০৯ঃ০৭ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩২ঃ২৮ থেকে - ০৫ঃ ১৩ঃ২৭ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০১ঃ ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩৫ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৯ঃ০৭ঃ১৮ থেকে - ১০ঃ৩৫ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১৬ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ০৭ঃ৫৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ৩৫ঃ৪১ থেকে - ১১ঃ১৯ঃ৫৩ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৪১ঃ৫৯ থেকে - ০১ঃ১৯ঃ০৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৭ঃ৪৩ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০২ঃ২৭ঃ৪৩ থেকে - ০৩ঃ৫০ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২১৫৪ (৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৫০২৭৬ (১২) ২ পদমঙ্গলঃ ১১৫২৮৫৩ (৪) ২ পদবুধঃ৪০৬১০ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২২১৩৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪৯১২৩ (১০) ৩ পদশনিঃ১০২১১৪৫ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭১৯১৭ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭১৯১৭ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৫১ঃ৩০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ০২ঃ৫২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ১৩ঃ ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ ২৭ঃ১২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩ শতকরা এবং ৭৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৯ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৯মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ স্ত্রীর প্রচেষ্টায় সংসারে অর্থনৈতিক উন্নতি লক্ষ্য করতে পারবেন। কর্মপ্রার্থীরা নতুন ব্যবসা শুরুর কথা ভাবতে পারেন। বন্ধুরূপী শত্রুর থেকে সাবধানে থাকবেন।।

বৃষ রাশিঃ জাতকের বন্ধুভাগ্য মোটামুটি ভালো। প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি খুব একটা সুখবর হবে না।

মিথুন রাশিঃবাবা ও মায়ের একাকীত্বে তাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। অংশীদারী ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকলেও তা প্রকাশ করবেন না।

কর্কট রাশি ঃএই রাশির জাতক-জাতিকারা হস্তশিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী হয়। তাদের হাতের কাজ কোনও মেলা বা প্রদর্শনীতে বিক্রি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হোন।

সিংহ রাশি ঃনতুন গৃহনির্মাণের যোগ। নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে।

কন্যা রাশিঃ এই সময় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যবসাও ভালো চলবে।

তুলারাশিঃ সন্তানের প্রতি আবেগতাড়িত হয়ে তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেবেন না।

বৃশ্চিক রাশিঃ সপরিবার আনন্দমুখর দিনগুলি কাটানোর চেষ্টা করুন।

ধনু রাশি ঃ ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। পুরনো সম্পত্তি বিক্রি করে ভালো অর্থ আসার সম্ভাবনা।

মকর রাশিঃ সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে।

কুম্ভ রাশি ঃপারিবারিক সমস্যায় কোনও মতামত দেওয়ার আগে ভাল করে ভাবনাচিন্তা করে নেবেন।।

মীন রাশিঃ গোপন শত্রুর থেকে সাবধানে থাকুন। বিবাহের যোগ।

গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই এখন রোগগ্রস্ত

অভিজি হাজরা, হাওড়া ঃ বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ,চারিদিকে আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মদের খালি ও ভাঙা বোতল, পলিথিনের প্যাকেট, পানীয় জলের খালি প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের খালি বাক্স। প্রায় প্রত্যহই বিষাক্ত সাপ ও বিছের দেখা মিলছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বিষাক্ত সাপ,বিছে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের কামড়ের আতঙ্কে আছেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করতে আসা রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজন থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মীরা। স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই এখন রোগী। এমনই চিত্র দেখা গেল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা তথা উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লকের তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এ।আগের চিত্রটা শুধুই নয়,এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে ভেঙে পড়েছে সমগ্র চিকিৎসা পরিষেবাই। জানা যায়,তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে শুধুমাত্র তুলসীবেড়িয়া গ্রামের মানুষই নয় ,পাশ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। কারণ এই এলাকায় আর কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যহ সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত রোগীদের ভিড় লেগে থাকত। চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রত্যহ আসতেন, থাকতেন। যা এখন অতীত। বর্তমানে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী নেই। হাতে গোনা কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী থাকলেও চিকিৎসক মাত্র একজন। তিনি আবার প্রত্যহ আসেন না। স্বাস্থ্য কর্মীরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীদের চিকিৎসা করে। গ্রামবাসীরা অভিযোগের সুরে বলেন, রাজ্যের বাম শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ার প্রায় ২ বছর আগে পর্যন্ত এই তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা রমরমিয়ে চলত। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী ছিল। ঔষধ ও পাওয়া যেত। নানান জটিল রোগের ও চিকিৎসা পাওয়া যেত। গত ১৪ থেকে ১৫ বছরে আস্তে আস্তে

এটি বেহাল হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারিদিকে বিষাক্ত পার্থেনিযাম গাছ, আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। বিষাক্ত সাপ বিছে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের বাসস্থান হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিষাক্ত সাপ ও বিছের দেখা মিলছে প্রায় প্রত্যহ। এর পাশাপাশি রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শুরু হয়ে যায় নানান অসামাজিক কাজ। বসে মদ ও জুয়ার আসর। চলে নারী নিয়ে অবৈধ কারবারও। স্থানীয় বাসিন্দা গোলামমোস্তফা, তপন সাহা(দু'জনের নামই পরিবর্তীত) বলেন,তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখন নিজেই রোগী। স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরই চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা। একজন চিকিৎসক আছেন। তিনি আবার প্রত্যহ আসেন না। তাঁর ইচ্ছামত সময়ে,ইচ্ছামত দিনে আসেন। কয়েক ঘণ্টা থেকেই চলে যান সব রোগী না দেখেই। মাত্র একজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী আছেন। ঔষধ এখানে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। যে কারণে দূরবর্তী চন্ডিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপর তুলসীবেড়িয়া ছাড়াও পাশ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের বাসিন্দাদের ভরসা করতে হয়। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ থেকে ১২ টি বেড থাকলেও বর্তমানে তা তালাবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় বাসিন্দা রামচন্দ্র কোলে বলেন, ১৪ থেকে ১৫ বছর আগে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যহ পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর দেখা মিলত। এখন যা অতীত।

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে, তবে ভারী বৃষ্টি আর হচ্ছে না। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। বুধবার সকালেও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েছে, আকাশ ছিল মেঘলা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং হুগলিতে।

বাইশে শ্রাবণে কবিগুরুকে স্মরণ, উপাসনা বিশ্বভারতীতে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ আগস্ট ঃ বাইশে শ্রাবণ মানেই মন খারাপের দিন, বুধবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বুধবার প্রথা মেনে ভোরবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, বিশেষ উপাসনা এবং কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বাইশে শ্রাবণ পালিত হল বিশ্বভারতীতে। বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবসে বিশেষ উপাসনায় উপস্থিতি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মন্ডল, শিক্ষক, কর্মী, পড়ুয়া, আশ্রমিকেরা। এ দিন সঙ্গীত পরিবেশন, বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে কবিকে স্মরণ করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে গানে, কবিতায় ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

রিষড়া পৌরসভার উদ্যোগে পালিত হল কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ আগস্ট ঃ আজ বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। আজ রিষড়া পৌরসভার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রয়াণ দিবসকে স্মরণ করে পালিত হল এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি উন্মোচিত করে তাতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন রিষড়া পৌরসভার প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, উপ পৌর প্রধান জাহিদ হাসান খান, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর , মনোজ গোস্বামী, মনোজ সাউ, বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রকাশ সাউ,অসিতাভো গাঙ্গুলী, ও উষা দেবী সাউ। এই দিবসটি বাঙালির তথা বিশ্বের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে পৌর প্রধান উল্লেখ করেন। তিনি তুলে ধরেন বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবসকে স্মরণ করে পৌর প্রধান আরো বলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র দেশের গর্ব।

আলুর দাম বৃদ্ধি লাগাম টানতে টাস্ক ফোর্সের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, উল্টোডাঙ্গা, ৭ আগস্ট ঃ রাজ্যে আলুর দাম যে হারে বেড়েছে, তা নিযন্ত্রণ করতে সকাল থেকে টাস্ক ফোর্স সদস্যরা মাঠে নেমেছেন। উল্টোডাঙ্গা পাইকারি বাজারে টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে এবং উল্টোডাঙ্গা থানার পুলিশকর্তারা অভিযান চালান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্টের অফিসাররা। টাস্ক ফোর্স সদস্যরা আলু ব্যবসায়ীদের আজকের আলুর দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যারা ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে যারা বেশি দামে আলু বিক্রি করছেন, তাদের সতর্ক করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী আলু বিক্রি করতে হবে। অন্যথায়, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্য সরকার আশা করছে, আলুর দাম শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমবে।

নববারাকপুর সতীনসেন নগর সার্বজনীন দুর্গোসবের খুঁটিপুজো উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৭ আগস্ট ঃ ঢাকে পড়ল কাঠি। খুঁটিপুজো মানে বাংলায় মায়ের আগমন। খুঁটিপুজো এখন উৎসবের চেহারা নেয়। প্রত্যেক বাঙালির হৃদয় আন্দোলিত হতে থাকে। দুর্গাপুজোর বাকি প্রায় ৬২ দিন। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি চূড়ান্ত ব্যস্ততা খুঁটিপুজো ঘিরে। বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে বুধবার দুপুরে বেশ জাকজমক ভাবে খুঁটিপুজো উদ্বোধন করল নববারাকপুরে ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন সতীনসেন নগর সার্বজনীন দুর্গোসব। নিজস্ব সংঘ প্রাঙ্গণে। পরিচালনায় সতীনসেন নগর মহাজাতি পরিষদ। ৭১ তম বর্ষের এবারের ভাবনা জড়তেই জীবন। সৃজনে শিল্পী গৌতম সরকার। অভিনবত্ব ভাবনায় এবারেও হাজার হাজার দর্শকদের ঢল নামবে পুজো মন্ডপে আশাবাদী পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। প্রথা মাফিক পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণে কাশী ঘন্টা বাজিয়ে মহিলা দের উলুধ্বনি তে খুঁটিপুজো উদ্বোধন ঘিরে এলাকায.মা বোনেদের উদ্দীপনাও ছিল বেশ ভালো। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে তার প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান সহ পুর প্রতিনিধি গন ও বিশিষ্ট জনেরা। খুঁটিপুজো উদ্বোধন করলেন পুজো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা তথা পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।উপস্থিত ছিলেন পুজোর আহ্বায়ক তথা উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, নববারাকপুর থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, মনোজ সরকার, পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাকেশ চক্রবর্তী ও সুমন দে, মানিক দাস সহ সংঘের বর্ষীয়ান সদস্য ও মহিলারা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাকেশ চক্রবর্তী ও সুমন দে রা জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও ৭১ তম দুর্গাপুজোয় পুজো মন্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে। নতুন ভাবনা জড়তেই জীবন। যে সব গাছপালা পাতা ঝরে যায় বা গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তাদের গোড়াতেই যদি সুন্দর ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ পরিচর্যা করে পরিবেশ বাচাতে পারি বা অঙ্কুরোদগম হতে পারে। নতুন গাছ প্রানে ফিরে আসবে। আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরন হয়ে.থাকবে। সাবেকিয়ানা মাতৃ প্রতিমাতে ও থাকবে চমক।

আজ ৭ই আগস্ট ২০২৪, কলকাতা পৌরসংস্থা মহিলা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর ক্লাবরুমে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুষ্ঠান করা হয়। এই সঙ্গে সর্বপ্রথম অসুস্থ পৌরকর্মীদের সুবিধার্থে একটি হুইলচিয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত চেয়ারটি মহিলা সঙ্ঘের সদস্যারা মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং ডাঃ টি.কে.মুখার্জি সাহেবের হাতে তুলে দেন।

তথাগত রায়ের এক্স হ্যান্ডলে বাংলাদেশের নানা ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ পুরুষাঙ্গের একাংশ কেটে দেওয়া অর্থাৎ খতনা মুললিমদের চিহ্নিতকরণের অন্যতম প্রধান উপায়। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় বাংলাদেশের বর্তমান অশান্তির প্রেক্ষিতে সিএএর সুবিধাদানেও সেই প্রসঙ্গের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করেছেন। বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মৃতদেহের চাদর বিচ্ছিন্ন করার পরে যেই দেখা গেল তিনি খতনাবিহীন, বীভৎস আনন্দ। তার মানে হিন্দু! সম্ভবত বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের সদস্য। ভারতকেও একইভাবে দেখতে হবে যাতে কোনও প্রতারক সিএএর সুবিধা না নেয়। অপর এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, জীবনে এই প্রথম দেখলাম পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা সেদেশের মুসলমানেরা (শাহরিয়ার কবির, সালাম আজাদ বা তসলিমা প্রমুখেরা বাদে) স্বীকার করছে। যদিও একটা মন্দির পাহারা দিয়ে ছবি তোলার পাশাপাশি অন্তত দুশো হিন্দু বাড়িতে হামলা হয়েছে। তবু এটুকুর জন্যও ধন্যবাদ। এর পরেই ওই পাহারা দেওয়ার নেপথ্যের নেতিবাচক একটি তথ্য তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে রি-পোস্ট করেছেন। আবীর আরিয়ান ঘোষের ওই পোস্টে লেখা- মৌলভীবাজার কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দির রক্ষা করার ফটোশুট করেছে আর তাদেরই কিছু লোক মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পুরোহিতকে মেরে ঠাকুরের সব সোনা, গয়না চুরি করেছে। ফটোশুট আর চুরির শেষে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শুভজিৎ মালাকারের পোস্ট পুনরায় এক্স হ্যান্ডলে ছড়িয়ে দিয়েছেন তথাগতবাবু। শুভজিৎ লিখেছেন, এখন মমতার মরাকান্না কোথায়? কোথায় গেল সেইসব শিক্ষিত হাতুড়ে মার্কা বাম্বু ডিজিবিদের বুদ্ধি? মুসলিম ধর্মে আঘাত করলে কিংবা মসজিদ ভাঙলে মমতা যেভাবে চিৎকার করে বাংলাদেশে যখন হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হয় তখন মমতার মুখ থেকে একটিও কথা বেরোয় না কেন? এক্স হ্যান্ডলে অপর পোস্টে শুভজিৎ লিখেছেন, আসলে স্যার, কৌশিক সেন, অপর্ণা সেন, পরমব্রত, শ্রীজাত-এদের মত কিছু হাতুড়ে মার্কা কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা এখন শীতঘুম দিয়েছে। আমার মনে হয় মার্কেটে বুদ্ধি আমদানি রফতানি হচ্ছে না তাই তাদের মাথাতেও বুদ্ধি শেষ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথকে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে নিমতলা ঘাটে মেয়র ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ বুধবার বাইশে শ্রাবণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে নিমতলা ঘাটে কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছিলেন কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশীষ কুমার। মেযর ফিরহাদ হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের আবেগ, আমাদের জীবন, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু সবটাই রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি হিসেবে আমাদের যে গর্ব, তার অনেকটাই কারণ রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁকে চোখে না দেখলেও, তাঁকে ঘিরেই আমাদের জীবন। আমরা সবাই ভাবি, এই দিনটা আমাদের জন্মের আগে কেন এল? কেন আমরা তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁকে অবলম্বন করেই আমাদের জীবন। কোনো আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে মন্তব্য না করার পক্ষপাতী ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে কি মুছে ফেলা যায়? রবীন্দ্রনাথকে কি সরিয়ে ফেলা যায়? বিশ্বকবি বিশ্বমানবের হৃদয়ে থাকেন। বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজ করেন। আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এই দিনটিতে শুধুমাত্র কলকাতা নয়, গোটা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সকল বাঙালির হৃদয়ে আজও জীবিত আছেন বিশ্বকবি।

সবজি বাজারে অগ্নিমূল্য, টাস্কফোর্সের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ সবজি বাজারে অগ্নিমূল্য নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। টাস্ক ফোর্সের লাগাতার বাজার অভিযান সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন, আদৌ কি কোনো সুরাহা হচ্ছে? সকাল দশটা নাগাদ টাস্ক ফোর্স, ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বেঙ্গল, বিধাননগর, এবং উত্তর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায় সল্টলেকের এবিএসি এবং বিডি মার্কেটে। কাঁচা আনাজ এবং আলুর দামে ব্যাপক পার্থক্য দেখে মেজাজ হারান রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন একই মার্কেটে আলুর মূল্য বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন? সুফল বাংলায় আলু বিক্রি হচ্ছে ২৮ টাকা কিলো দরে, অথচ বাজারের ভেতরে কোথাও ৩০, কোথাও ৩৫ টাকা দরে আলু বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি বাজারে আলুর দাম ২৬ টাকা হলেও খুচরো বাজারে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। বিডি মার্কেটে সবজির পাশাপাশি মাছ এবং মাংসের বাজার ঘুরে দেখেন রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি দেখেন, পোল্ট্রি মুরগির মাংস কেজি প্রতি ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে পোল্ট্রি ফার্মে এর মূল্য কেজি প্রতি ১৬৫ টাকা। দাম শুনে বেজায় চটে যান রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি দোকানদারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাম কমাতে হবে, নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবজি ও মাংসের দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে এর প্রভাব কতটা পড়ছে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে বাজারের অগ্নিমূল্য?

নিম্নচাপের জেরে বন্যায় ভাসছে হুগলির খানাকুল

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ৭ আগস্ট ঃ নিম্নচাপের প্রভাবে টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে হুগলির খানাকুলের পাতুল এলাকায় ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। নদীর জল প্লাবিত করেছে খানাকুলের ১২টি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জল ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়িতে, মাঠের পর মাঠ চাষের জমি এখন জলমগ্ন। রাজ্য সড়কেও চলছে জলের স্রোত, ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছেন। কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও এক কোমর জল পেরিয়ে চলতে হচ্ছে। এই অঞ্চলের খেলার মাঠ পর্যন্ত পুকুরে পরিণত হয়েছে। জলবন্দী বহু পরিবার। রাস্তা ও ঘাটে জল থৈথৈ করছে, ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্তদের সরকারি ক্ষতি পূরণ আদায়ের দাবিতে কুলতলিতে এপিডিআরের পথ সভা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৬ আগস্ট ঃ কুলতলির বাঘে আক্রান্তদের দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে এপিডিআরের পথসভা হয়ে গেল কুলতলিতে। দীর্ঘদিন সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের নার্য্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে তাদের পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটি গণ সংগঠন। আর তাদের উদ্যোগে মঙ্গলবার তাদেরই কুলতলি মৈপীঠ শাখার ব্যবস্থাপনায় কুলতলির জর্জের হাট বাজারে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আগামী বুধবার ৭ ই আগস্ট ক্যানিং বন দপ্তরের অফিসে গণ ডেপুটেশনে যোগ দেওয়ার জন্য কুলতলির জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয় এ দিনের সভা থেকে। মূলত চার দফা দাবীতে বুধবার বনদপ্তরে গণ ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা। আর এদিনের পথ সভায় এই চার দফা দাবির ব্যাখা করে দাবির সমর্থনে জনমত গঠন করা হয়। এব্যাপারে এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, আমরা সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে থেকে তাদের সরকারি ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ পাইয়ে দিতে তাদের পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আর তাই এদিন পথ সভার মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দাবি তোলা হলো। এদিনের সেই দাবি গুলি হলো ১) বনদপ্তরকে বাঘের আক্রমনে নিহত কুলতলির যুবক আবুর আলি মোল্লার মৃতদেহ খুঁজে এনে দিতে হবে। ২)সু ন্দরবনের সমস্ত মৎস্যজীবী দের নৌকাসহ মাছ ধরার লাইসেন্স (বিএলসি পাস) দিতে হবে। ৩)বাঘের আক্রমনে আহত ও নিহত সুন্দরবন বাসীদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ঘটনার এক মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। ৪) সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মৌলেদের উপর বন দপ্তরের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এদিনের এই পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শেখ পলাশ, সিরাজ খান সহ আরো অনেকে। এ দিনের এই সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে মানুষ ও বাঘের সংঘাত ওড়েবড়েছে বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীদের নিহত ও আহত হওয়ার সংখ্যাও। সরকার যখন ঘটা করে ব্যাঘ্র দিবস পালন করছে, বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলছে বলে নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে তখন চাপা পড়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের মানুষের হাহাকার। কুলতলিতে বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত বাবুরাম দাস এখনো হাসপাতালে। কলকাতায় চিকিৎসা চলছে। সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। উল্লেখ্য গত ১১ই জুলাই কুলতলির বাসিন্দা আবুর আলি মোল্লা বাঘের আক্রমণ নিহত হন। বাঘ নৌকায় ঝাঁপিয়ে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যায় তাকে জঙ্গলে। বনদপ্তরকে লিখিত জানানোর পরেও বনদপ্তর থেকে উদ্বারের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মিঠুন মন্ডল এদিন এও বলেন, কলকাতা প্রেস ক্লাবে বন প্রতিমন্ত্রী বন-উৎসব পালন করছেন আর তখন বাঘের আক্রমনের মুখে সু ন্দরবনের মস্য জীবিরা। বাঘে আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে বার বার আবেদন করার পর ঘটনার ৭ দিন পর বনদপ্তর থেকে তদন্ত করতে যায়। কিন্তু তদন্তে তারা নাকি কোন প্রমান পাওয়া যায় নি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এ বছরে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে দশ জন মৎস্যজীবি বাঘে আক্রান্ত তার মধ্যে ৭ জন মৃত। এ দের ক্ষতি পূরনে এত টালবাহানা কেন সরকারের।

সুন্দরবনে প্রশিক্ষন শিবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ আগস্ট ঃ সু ন্দরবনের মানুষ কৃষি নির্ভর। আর সুন্দরবনের গ্রামীণ যুবক যুবতীদের কৃষি নির্ভর ব্যবসায়িক উদ্যোগের লক্ষ্যে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ। শিবির। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারত সরকারের 'ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের' ARYA প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগী যুবক যুবতীদের কৃষিভিত্তিক ব্যবসা শুরু করানো ও তাদের উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সু ন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩০ জন উৎসাহী যুবক যুবতীকে নিয়ে কৃষি নির্ভর উদ্যোগ যেমন- হর্টিকালচার নার্সারি, মাশরুম চাষ, মাছের হ্যাচারি ও মুরগির হ্যাচারি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি ২৯শে জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ,যার প্রথম ১৫ দিন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে এই বিষয়ে। আর শেষের ১৫ দিন তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সফল কৃষি উদ্যোগীদের ফার্মে থেকে তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবিরটি সম্পন্ন হবে।এই প্রশিক্ষন শিবিরের প্রশিক্ষক কৃষি বিশেষজ্ঞ অরিত্র সরকার বলেন, গ্রামীন যুবক যুবতীদের কৃষি নির্ভর ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাড়ানোর লক্ষে এই প্রশিক্ষন শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষন রত যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থানের লক্ষে এগোতে পারবে। দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর ১,২,কুলতলি, মথুরাপুর ১,২, কুলপি, নামখানা, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার, কাকদ্বীপ, সাগর সহ মোট ১৫ টি ব্লক থেকে ৩০ জন অংশ গ্রহন করেছে। এই শিবির টি শেষ হবে ২৭ শে আগস্ট।

South Dum Dum Municipality

Nager Bazaar, Kolkata -700074

Tender Notice No. 315
Tender Notice Date 7.8.2024

NOTICE INVITING TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No.315/8/2024-2025 dated 07/08/2024 under South Dum Dum Municipality. For details log on to w.w.w.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.(Prebid Meeting Held on 09/08/2024. 2.00 pm to 3.00 pm). Last date of Submission : 20/8/2024 Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Executive Officer
South Dum Dum Municipality

South Dum Dum Municipality

Nager Bazaar, Kolkata -700074

Tender Notice No. 314
Tender Notice Date 7.8.2024

NOTICE INVITING TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No.314/8/2024- 2025 dated 07/08/2024 under South Dum Dum Municipality. For details log on to w.w.w.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.(Prebid Meeting Held on 09/08/2024. 2.00 pm to 3.00 pm). Last date of Submission : 20/8/2024 Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Executive Officer
South Dum Dum Municipality

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩১

২২ শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করেই প্রবন্ধ - ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ্বকবির সংগ্রামী চিন্তার প্রকাশ’

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যখন বলতে গেলে প্রায় কুড়ি বছর বয়স তখন বাংলা ভাগ নিয়ে কলকাতায় বিশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন কলকাতায় মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৫ সালে। সেই প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি নাম ছিল ‘ফেডাবেশন হল’। ভগিনী নিবেদিতা সেই প্রতিষ্ঠানের বাংলা নাম রাখলেন ‘মিলন মন্দির।’ এইখান থেকে বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে একটি পদযাত্রা শুরু করা হয়েছিল। সেই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সেখান থেকে পদযাত্রা করে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গান গাইতে গাইতে নাখোদা মসজিদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মুসলিম ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উৎসাহিত করেন। তখন কলকাতার ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কররা ফলে ইংরেজ সরকার বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের একটি যোগসূত্র ছিল। সেই সময়ে ইংরেজ প্রশাসনের কর্তারা রাজভক্ত ছিলেন। তার ফলে ব্রিটিশ সরকার রাজ পরিবারের কাছে অপদস্থ হওয়ার একটি আভাষ পেতে থাকে। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বকপি সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে গিয়েছেন। তার পরিবার তাঁর ওপরে চাপ সৃষ্টি করে।

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ করেছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য ‘বয়কট’ এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সঞ্জীবনী’ তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে ‘জি’ ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে ‘অরন্ধন’ দিবস পালিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কটের ডাক দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে ‘রাখি’ পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- ‘ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। সরকারের একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

১৯০৭ সালে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি কবিতা অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখলেন ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।’ কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। তখন রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, ‘‘ইউ নোবেল মাইণ্ড! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?’’ অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলেছিলেন, ‘‘নট ফর লং’’। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র বলেছিলেন,‘‘ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।’’ বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ৭.৯.১৮৭৯ মৃত্যুঃ ১০.০৯.১৯১৫) বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর বিপ্লবী রাস বিহারী বোস (১৮৮৬-১৯৪৫) বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। রডা কোম্পানি’র (১৯১৪) অস্ত্র লুন্ঠন করা হয়েছিল বাঘা যতীনকে আরও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে। আরও বিদেশি অস্ত্র আসার কথা ছিল। কিন্তু ইরেজ সরকার কৌশল করে তা আগেই আটকে দিয়েছিল। তার ফলে বালেশ্বর যুদ্ধে ইরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ গেল বাঘা যতীনের। আর রাসবিহারী দিল্লিতে লর্ড হাঞ্জিজের শোভাযাত্রায় (১৯১২) বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বোমা মেরে গা ঢাকা দিলেন। তারপরে তিনি দেশে থাকাকে নিরাপদ না মনে করে রবীন্দ্রনাথের সচিব সেজে জাপান পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র বোস (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা ‘দেশনায়ক’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) জাপানে উপস্থিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। সবচেয়ে তাঁর দেশভক্তির প্রমাণ হচ্ছে জালিয়ানওয়ালা বাগে নরকীয় হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ সাল) জন্য ব্রিটিশ সম্মান ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করা।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যখন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচিত হয়েছিল। এই কবিতাটি নজরুল রচনা করেছিলেন ১৯২১ সালে। কবিগুরুকে কবিতাটি শোনাতে স্বয়ং নজরুল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং নিজ কণ্ঠে কবিতাটি পাঠ করে কবিরুগুকে শুনিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। ‘ধুমকেতু’ (১৯২২) পত্রিকার জন্য নজরুলের কারাবাস হলে কবিগুরু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলিপুর জেলে নজরুল অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে বার্তা দিলেন-‘‘গিভ অ্যাপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচর ক্লেইমস ইউ’’। কি অসাধারণ কবির বক্তব্য। যদিও সেই টেলিগ্রাম ফিরে এসেছিল ঠিকানা সঠিক ছিল না বলে। নজরুল জেলে থাকার সময়েই কবিগুরু ‘বসন্ত’ কাব্যনাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। নজরুলও তাঁর ‘অগ্নিবীণা’ কাব্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর শুধু কবিতা, উপন্যাস গল্প রচনা করেই দিন কাটাননি। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভাবতেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে কবিগুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে মহাত্মা বলে ‘আখ্যায়িত’ করেন। আর গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে ‘কবিগুরু’ সম্মানিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের উন্নতি জন্য সেই সময়কার শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন গান্ধিজি। শান্তিনিকেতনের জন্য আত্মত্যাগ করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কবিগুরু। তিনি শান্তিনিকেতনকে নিজের এবং সেখানকার আশ্রমিকদের শান্তির নিবাস এবং শিক্ষাকেন্দ্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতায় স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিয়েছিল। তখন সেই ভাইরাস থেকে আশ্রমিক, কর্মী, ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলসী, নিমপাতাসহ বিভিন্ন গাছপালার পাতা দিয়ে একটি টোটকা তৈরি করেছিলেন। প্রতিদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে করে সেই টোটকা খাইয়ে দিতেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র থেকে শুরু করে সেখানকার বসবাসকারী মানুষদের। ‘স্প্যানিস ফ্লু’র হাত থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মনে আছে কলেরা রোগের হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন রানী মহলনাবিশকে। তখন রানী মহলনাবিশ বরাহনগরে। প্রশান্ত মহলনাবিশের স্ত্রী। কবিগুরু সবচেয়ে প্রিয়তমা ছিলেন রানী মহলনাবিশ। জল চিকিৎকসা করে তিনি রানী মহলানবিশকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এবার আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা। রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের চলার পথ বেশ কয়েকটি স্থানে একই সরলরেখায় প্রসারিত। তার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কবিগুরুর আগ্রহ। যদিও মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শরীর বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে ঠাকুর পরিবারের সব সদস্যরাই অংশ গ্রহণ করতেন।

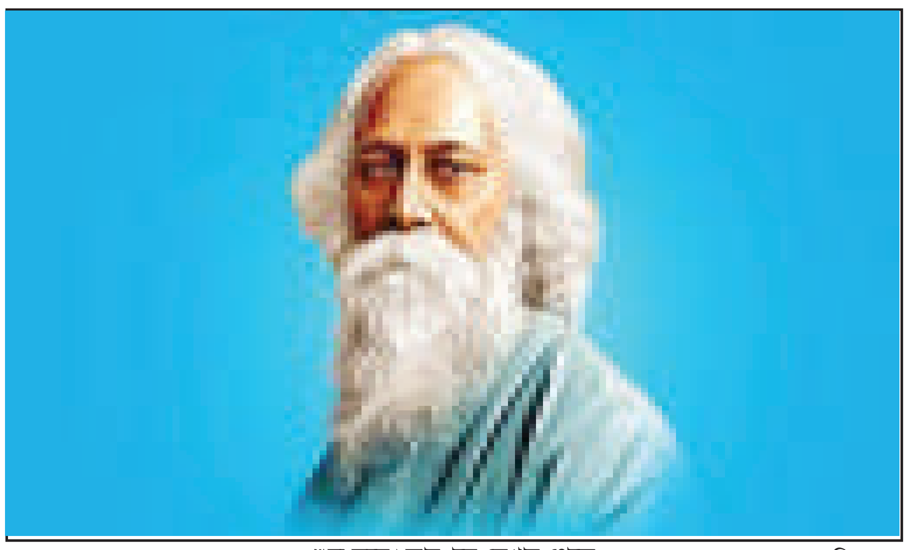

বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে

আধুনিক ছোটগল্পের জনক। বিশ্বসাহিত্যের সেরা ছোটগল্প লেখকদের নাম নিতে গেলে একেবারেই প্রথম সারিতে যে নামগুলো চলে আসে, তাদের মাঝে গী দ্য মপাসাঁ অন্যতম। মূলত ফরাসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও মপাসাঁর সৃষ্টিগুলো সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। ১৮৫০ সালের ৫ আগস্ট ফ্রান্সের এক ছোট্ট শহরে জন্ম নিয়েছিলেন আধুনিক ছোট গল্পের জনক গী দ্য মপাসাঁ। বাবার নাম গুস্তাভ দ্য মপাসাঁ আর মায়ের নাম লরা। লরা ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার সমস্ত আচার আচরণ এবং চিন্তাভাবনায় সেই আভিজাত্য আর পরিশীলিত রুচির ছাপ ছিলো স্পষ্ট। ভালোবেসে গুস্তাভকে বিয়ে করলেও গুস্তাভের স্বামীর পরনারী প্রীতি আর লাগামছাড়া উশৃঙ্খল আচরণ সহ্য করতে না পারায় সন্তানদের নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তাই মপাসাঁর শৈশবের প্রায় পুরোটাই কেটেছে মায়ের কাছে। শিল্প-সাহিত্যপ্রেমী মায়ের সাহচর্য তাঁর শিশুমনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে সাহিত্যের জন্য আলাদা জায়গা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর বই পড়তেন। ভালোবাসতেন উন্মুক্ত প্রকৃতি, উদার আকাশ আর নিঃসঙ্গ সমুদ্র। মপাসাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি মায়ের কাছেই। এরপর তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় স্থানীয় এক মিশনারী স্কুলে। কিন্তু মিশনারী স্কুলের বাঁধাধরা পরিবেশে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। এরই মাঝে মপাসাঁ অভিযুক্ত হলেন অশ্লীল কবিতা লেখার দায়ে। স্কুল ছাড়তে হল। মপাসাঁর রচিত কবিতার মধ্যে তখন হেজ কাম আর প্রেমের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, বাবা গুস্তাভের কাছ থেকে এই স্বভাব জন্মগতভাবেই পেয়েছিলেন মপাসাঁ। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে যে শিক্ষক মপাসাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন তার নাম বোলহেতের। বোলহেতের মপাসাঁর সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মপাসাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে। প্রায়ই দুজনের মাঝে সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতো। এরই মাঝে মপাসাঁ স্কুলের পড়ার পাট চুকালেন। আইন পড়ার ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে তা আর হয়ে উঠলো না। পেটের দায়ে চাকরি করার কথা চিন্তা করলেও নাম লেখাতে হলো সেনাবাহিনীতে। কারণ তখন প্রুশিয়ার সাথে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছে। সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে না থাকলেও এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন মপাসাঁ। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর অস্থির পরিস্থিতি তাকে বেশ ভালোমতনই স্পর্শ করেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন তাঁর প্রথম স্বার্থক ছোটগল্প ‘একতাল চর্বি’। ‘একতাল চর্বি’র গল্পটি মূলত ফ্রান্স আর জার্মানির যুদ্ধের আবহে লেখা। গল্পের নায়িকা একজন অত্যধিক স্বাস্থ্যবান বারবণিতা। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০, এই দশ বছরে প্রায় তিনশতও বেশি ছোটগল্প, ছয়টি উপন্যাস, তিনটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন মপাসাঁ। লেখার সংখ্যা অধিক হলেও মানের সাথে কখনোই আপস করেননি তিনি। মপাসাঁর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিকর্মের জন্মকাল মূলত এই দশ বছর। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সাথে মিশতেন। কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করতেন তাদের জীবনযাত্রাকে।

পূর্বেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছিল

শ্রাবণ মাস চলে গিয়েছে। হিন্দুর লৌকিক দেবতা কুত্তোর দিক থেকে শ্রাবণ মাস মহিমময়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক লৌকিক গ্রাম-দেবতার কথা যিনি কালক্রমে ‘বাবা বড়ো কাছারি’ নামে খ্যাতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। কাছারি অর্থে কোর্ট বা বিচারসভা। কথিত আছে, বাবার দরবারে কেউ কোনও আবেদন জানালে তিনি বিচার করে তা মঞ্জুর করেন। এই জেলা থেকে তো বটেই, সারা বছর দূর-দূরান্ত থেকেও বহু পূণ্যার্থী এখানে আসেন। কিন্তু কে এই ‘বাবা’! কীভাবেই বা এই স্থানে উদ্ভব এর পেছনে রয়েছে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। কলকাতা থেকে জায়গাটি বেশি দূরে নয়। দক্ষিণ কলকাতার দিক থেকে ডায়মন্ড হারবার রোড বেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ঢুকবার মুখে ঠাকুরপুকুর অঞ্চল। ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে পশ্চিমদিকে ২০ কিমি এগোলেই বাখরাহাট পল্লীতে বড়ো কাছারি অঞ্চল। কিন্তু আজ থেকে তিনশো বছরেরও বেশি আগে নবাব আলিবর্দির শাসনামলে এটি ছিল প্রত্যন্ত এক গ্রাম। নাম ঝিকুরবেড়ে। এই গ্রামসহ চারপাশের অঞ্চল তখন সাবর্ণ রায়চৌধুরীর (ইংরেজদের পূর্বে কলকাতার ভূস্বামী) খাস তালুক। সেই সময়ে এই গ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতা বর্গী আক্রমণের আশঙ্কায় নাকি স্থানীয় ভূস্বামীর সন্ত্রাসের ফলে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এর ফলে গ্রামের মানুষ তাদের বাসস্থান ফেলে গ্রামসংলগ্ন জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকেন। সেই জঙ্গলে ছিল শ্মশান। একদিন গ্রামবাসীরা দেখেন সেই শ্মশানে এক সাধু এসে আস্তানা নিয়েছেন। এই সাধু ছিলেন লোকবৎসল। তিনি তপস্যারত সাধারণ মানুষের নানা অভাব-অভিযোগ, অসুখ-বিসুখ নিরাময় করতেন। শ্মশানে ভূতেদের সঙ্গে থাকতেন বলে লোকমুখে তিনি পরিচিত হন ‘বাবা ভূতনাথ’ নামে। আর ভূতনাথের কাছারিতে কেউ কোনও আবেদন জানালে বাবা তা পূরণ করে দিতেন। এরপর অরাজকতা মিটলে গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যান। সাধু একাকী শ্মশানেই থেকে যান। বহুবছর পর সাধুর দেহান্ত হলে তাঁর ভক্তরা মরদেহ না পুড়িয়ে শ্মশানের মধ্যেই এক স্থানে কবরস্থ করেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে অচিরে সেই সাধুর কবরের মাটিতে জন্ম নেয় এক অশ্বত্থ গাছ। ভক্তদের বিশ্বাস, সাধুর পঞ্চভৌতিক দেহ-উপাদান মিশে আছে গাছটিতে। সুতরাং গাছটিও অলৌকিক ও দিব্য। গাছটির কাছে যে যা মনস্কামনা করছে আশ্চর্যভাবে তা পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতেই হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবে বলতেন, মানব কাছে সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সবচেয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অধর্মকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়িনী। প্রাণদায়িনী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। মায়ের সাক্ষাৎ শক্তিদায়িনী।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি

আমার দাদুর একখান দ্যাশ ছিল’

ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ

আমার দাদুরও একখান দ্যাশ ছিল। পরে সেই দ্যাশটি হারিয়ে যায় যখন, দাদু আর কোন মিসিং ডায়েরি করেনি। করবেই বা কোন থানায়? রিফিউজি ক্যাম্প থানা, কলোনি থানা, নতুন বাড়ি বানালো যে দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় সেই থানা না ভিটেমাটি ছিল যেখানে সেই থানা। দাদুর একখান দ্যাশ ছিল। সেই দ্যাশে সুপুরি গাছ, নারকোল গাছ ছিল। খাল ছিল, বিল ছিল, নয়ামাটি, সাতক্ষীরা, বান্দরবান নামে সব মিষ্টি এলাকা ছিল, মহারশি, উদ্দাখালি, সনকোশ, হাড়িভাঙ্গা, খাসিমারা নদী ছিল, গোল্লাছুটের মাঠ ছিল, সন্ধেবেলার শাঁখ ছিল। আমন ধানের গন্ধ ছিল, ফজলুল চাচার থেকে কেনা রোববারের খাসির ঝোল ছিল। শীতে গাছিরা খেজুরের গাছ থেকে রস পেড়ে আনতো, দিদা-ঠাকুমারা তখন গিন্নি সব। দুধ গোকুল, পাকন পিঠে, গোলাপ পিঠে তৈরি হতো। দালানে অনেকের গরু বাঁধা থাকতো আবার সেই কবেকার নারায়ণ শালগ্রাম শীলাও ঘরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। দাদুদের একখান দ্যাশ ছিল কিন্তু জীবনে জাদুকর পিসি সরকার ছিল না। চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়ে যায় জিনিস, সেই জাদুর খেলা না দেখে, দাদুদের প্রজন্ম দেখলো ভীটেমাটিচাটি হয়ে যেতে। একরাতে দাদুদের দ্যাশ থেকে চৈল্যা আসতে হইবো। রাতের অন্ধকারেই সেফ!

ঠাকুমারা বোকার মতো নিশ্চয়ই সেই রাতে প্রশ্ন করেছিল, কও কী? মাথার ঠিক আছে? আমাদের দ্যাশ ছাইড়া যামু ক্যান! ফিরবো কবে? তুলশী গাছে জল দিতে হয় রোজ, ঠাকুরকে নকুলদানা দিতে হয়, ময়না পাখিটারে দানা। ওরা তো আমাদের ছাড়া মরে যাবে। পৃথিবীর সব রিফিউজি বাবার মতোই আমার দাদুর প্রজন্ম নিশ্চিত সেসময় চুপ করে গেছিল বা রেগে বলে ফেলেছিল, নিজের জান বাঁচে কিনা দেখো আর তোমার ময়নাপাখি।

শুনেছিলাম আমার দাদু দুটো বসার টুল নিয়ে চলে এসেছিল। আরেক বন্ধুর দাদু নাকি একটা কাঁচের হ্যাজাক। আমরা মানে যারা বিরিয়ানি আর বহুত্ববাদ এক থালায় সাজিয়ে খাই, কলকাতার কালচার মারাই তারা ফ্যাক করে হেসে দিয়েছিলাম। এতোকিছু থাকতে টুল আর হ্যাজাক? উত্তর ২৪ পরগনার এক প্রথম জেনারেশন রিফিউজি পরিবার জবাবটা দিয়েছিল। এসব সময় হাতের কাছে যা পাওয়া যায় নিয়ে চলে আসে লোকে। ওই একখান সম্পত্তি তো ধরে রাখা গেল। বাকি সবটাই তো দুষ্টু লোকের মতো ভ্যানিশ।

কিন্তু কারা যে দুষ্টু লোক, সেই জটিল অংক না কষে দাদুরা নতুন দেশে মানিয়ে নিলো। কোনদিন আর দুষ্টু লোকদের বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলো না। গোটাটা র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে দোষ দিয়ে উদারপন্থী, প্রগতিশীল, বাস্তুহারা মানুষের প্রতিবাদের ভাষা খুঁজলো বরং। দাঁত চেপে এপাড়ে টিকে থাকার লড়াই তখন। ভাত না দিলে মানচিত্র চিবিয়ে খাওয়ার হুমকি। ঘর হলো, কলোনিতে নতুন রাস্তা হলো, পাট্টা পেল, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্যপদ পেল। আর সারাজীবনের জন্য একটা নস্টালজিয়া ব্যামো পেল। আমার একখ্যান দ্যাশ ছিল।

কিন্তু কী হবে দ্যাশ নিয়ে হাহুতাশ করে? যাক যা গেছে তা যাক। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় উদারতায় শান্তি পাক। তারচেয়ে পদ্মার ইলিশ নিয়ে কথা বলি, ইলিশের বিরিয়ানি নিয়ে হাহুতাশ করি, পাঁচ রকমের মাছের ভর্তা নিয়ে আলাপ করি। এসব সেফ! রিফিউজি হয়ে আসা দাদু, বাবারা এপাড়ে এসে এসব নিয়েই বড়াই করতো। শুটকি কি দারুণ করে রান্না করা যায়, কতোগুলো সব্জির খোসা ভাজা ডালের সাথে খেলে ভালো লাগে, কবে বাংলাদেশে ভিটেমাটি দেখতে যাবে ইত্যাদি। ওই প্রজন্মকেও এসব খবর দিতে পারতাম না। কথা এড়িয়ে যেত তারপর কৃষানদের বাঁপায়ের জাদুকরী নিয়ে আড্ডা দিত। ঠাকুমাদের ওপাড়ে ভিটেমাটি দেখতে যাওয়ার কথা বললে বলতো, ধুস, ওখানে ওসব দেখে কি হবে? কিছুই তো নেই। তারচেয়ে পুরী বা দার্জিলিং ঘুরে আসি।

ভিটেমাটিচাটি হওয়ার অভিমান আর একরাতে চলে আসার দীর্ঘশ্বাস মিশে গেলে যদি কোন শব্দ তৈরি হয়, তাকে রিফিউজিরা দ্যাশ বলে। আমার দাদুর একখান দ্যাশ ছিল। বাংলাদেশের বাঙালিদের বেদনার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে কত লোকের চোখের জল ফেলতে হয়েছে তা বোধহয় ইতিহাল লেখেনি।

কলকাতায় রোলস রয়েস

রোলস-রয়েসের বাড়িতে তৈরি রাস্তার সুইপার, ১৯৩০ এর দশক।

একজন ভারতীয় রাজার গল্প যিনি ১৯৩০-এর দশকে রোলস রয়েস গাড়ি কিনেছিলেন এবং আবর্জনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত গাড়ি ব্র্যান্ড রোলস-রয়েসও রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত। এই গাড়ির একজন বিখ্যাত ক্রেতা ছিলেন আল ওয়ারের মহারাজা। তিনি সব সময় একসাথে তিনটি অটোমোবাইল কেনেন।

একদিন লন্ডন সফরে মহারাজা জয় সিং নৈমিত্তিক পোশাক পরে বন্ড স্ট্রিটে হাঁটছিলেন। তিনি একটি রোলস রয়েস শোরুম দেখেন এবং তাদের গাড়ির দাম এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ভিতরে যান। শোরুমের সেলসম্যানরা তাকে একজন গরিব ভারতীয় ভেবেছিলেন। তারা তাকে অপমান করে বের হওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়।

এই অপমানের পর, মহারাজা তার হোটেল রুমে ফিরে আসেন এবং তার চাকরদের শোরুমে ফোন করতে বলেন যে আলওয়ারের মহারাজা কয়েকটি গাড়ি কিনতে আগ্রহী।

কয়েক ঘন্টা পর, মহারাজা আবার রোলস রয়েসের শোরুমে পৌঁছে গেলেন কিন্তু সম্পূর্ণ রাজকীয় পোশাক পরে রাজকীয় কায়দায়। মহারাজাকে স্বাগত জানাতে শোরুমের মেঝেতে একটি লাল গালিচা ছিল এবং সমস্ত বিক্রয়কর্মীরা শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সামনে মাথা নত করেছিলেন। মহারাজা সেই সময়ে শোরুমে যে ছয়টি গাড়ি ছিল তার সবগুলোই কিনেছিলেন এবং ডেলিভারি খরচসহ পুরো টাকা পরিশোধ করেছিলেন।

ভারতে পৌঁছানোর পর, মহারাজা পৌর বিভাগকে শহরের বর্জ্য পরিষ্কার ও পরিবহনের জন্য ওই ছয়টি রোলস রয়েস গাড়ি ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। ব্রিচিশ শক্তিকে অপদস্থ করতেই এই সিদ্ধান্ত ছিল?

সম্পাদক সমীপেষু

প্রথম বাঙালির ফাঁসি নন্দকুমারের

কোন বাঙালিকে প্রথম ফাঁসি দিয়েছিল বৃটিশরা?

প্রায় সবাই বলবেন ক্ষুদিরাম বসু। ভুল, একদম ভুল। ক্ষুদিরামের বহু আগে এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা। দিনটি ছিল ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্টে, নাম মহারাজা নন্দকুমার। ইতিহাসবিদ ও আইনজ্ঞদের মতে এটি দেশের প্রথম Judicial Killing îy আইনি হত্যা।

জন্ম ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের ভদ্রপুর বলে এক জায়গায়। পলাশির যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন হুগলির ফৌজদার, পরবর্তীকালে নবাব মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন এবং কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভের অব্যবহিত পরে তিনি ছিলেন চার জন ঊর্ধ্বতন নায়েবের অন্যতম। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁকে ‘মহারাজা’ উপাধি দিয়েছিলেন ।

সরকারি প্রশাসনিক কাজেং বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তিনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে কর আদায়ের কাজে বহাল করে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানং নদিয়া এবং হুগলি জেলায়। তার আগে এই দায়িত্বে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কিন্তু তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিল না কোম্পানি। এই অপসারণ মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাঁকে সরিয়ে কিনা দায়িত্ব দেওয়া এক নেটিভকে! অপমানে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন সাহেব।

১৭৭৩ সালে হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর জেনারেল পদে আনা হল। এ বার তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন নন্দকুমার। তাঁর অভিযোগ ছিলং মৃত নবাব মীরজাফরের স্ত্রী মুন্নি বেগমের কাছ থেকে বহু কোটি অর্থ ঘুষ নিয়েছিলেন হেস্টিংস। বিনিময়ে নাবালক নবাব মুবারক -উদ-দৌল্লার অভিভাবক হিসেবে মুন্নি বেগমকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মুখ বন্ধ রাখার জন্য এর থেকে বিশাল অর্থ নন্দকুমারকেও দিতে চেয়েছিলেন হেস্টিংস। কিন্তু তা না নিয়ে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন নন্দকুমার। মহারাজা নন্দকুমারকে সমর্থন করেন স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং বেঙ্গল সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা। হেস্টিংসের বিরোধী ছিলেন ফ্রান্সিস। কিন্তু কোনও লাভ হল না। কারণ ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস এলাইজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের স্কুলের বন্ধু। তিনি রায় দিলেন নন্দকুমারের বিপক্ষে।

ইতিমধ্যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তছরূপের অভিযোগ আনলেন হেস্টিংস। বললেনং জনৈক বোলাকি দাস শেঠের নাম ভাঙিয়ে ৭০ হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছেন নন্দকুমার। আসল বোলাকি দাস শেঠ বহুদিন আগেই মৃত। এলাইজা ইম্পের দৌলতে এই অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হল। ‘দোষী’ সাব্যস্ত হলেন মহারাজা নন্দকুমার। তখন ব্রিটিশ আইন অনুসারে দুর্নীতিং তহবিল তছরূপের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।

ফাঁসির দিন নির্ধারিত হল ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট। মৃত্যুর স্থান নিজেই বেছেছিলেন মহারাজা নন্দকুমার। গঙ্গাকে সামনে রেখে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ হয়েছিল তাঁর শেষ ইচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে খুব শান্ত ভাবে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন সত্তরোর্ধ্ব মহারাজা নন্দকুমার। শোনা যায় এইদিনে বহু ব্রাহ্মণ কলকাতা ছেড়ে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া চলে যান। খিদিরপুর ব্রিজ থেকে হেস্টিংসের দিকে নামার দিকে হেস্টিংস মোড়ে একটি কুয়ো অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে, ১৫ ফুট মতো গভীর। স্থানীয়ভাবে এই কুয়োটি ‘ফাঁসি কুয়ো’ নামে পরিচিত। মনে করা হয় এই স্থানেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল মহারাজা নন্দকুমার কে, পরাধীন দেশের প্রথম বাঙালি। -- **রাজা বোস, কলকাতা।**

জঙ্গলমহলের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ায় আবার শুরু হল নীল চাষ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৭ আগস্ট ঃ একটা সময় ব্রিটিশ নীলকর সাহেবরা অতিরিক্ত লাভের আশায় বাংলার চাষিদের দিয়ে জোর করে নীল চাষ করাতেন। নীলকরদের অত্যাচার আর নিপীড়নের কারণে বাংলায় নীল বিদ্রোহ হয়েছিল। তারপর বাংলা থেকে নীল চাষ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস বোধ হয় এভাবেই ফিরে আসে। শতাধিক বছর পরে জঙ্গলমহলের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ায় ফের শুরু হল নীল চাষ। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরুলিয়ার মাটি নীল চাষের জন্য অত্যন্ত ভালো। তাই যথেষ্ট ভালো মানের নীল উৎপাদিত হচ্ছে পুরুলিয়ায়। সেই নীল রং তাঁতের কাপড়ে ব্যবহার করছেন তাঁরা। বাড়ছে তাঁতের কাপড়ের চাহিদাও। আর এতে লাভের মুখ দেখছেন নীল চাষি থেকে তাঁতশিল্পীরা। পুরুলিয়ার আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা টুইকা গ্রামে বিলুপ্তপ্রায় নীল চাষ শুরু করেছেন আদিবাসীরা। কোনরকম রাসায়নিক ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে এই নীল চাষ করছেন আদিবাসীরা। সেই নীল রং তাঁরা ব্যবহার করছেন নিজেদের তৈরি তাঁতের কাপড়ে। জৈব পদ্ধতিতে প্রস্তুত এই প্রাকৃতিক নীল রং তাঁতের কাপড়ে ব্যবহার করায় বাজারে সেই কাপড়ের চাহিদাও বাড়ছে বিপুল। এতে রোজগারের নতুন দিশা দেখছেন স্থানীয় মানুষ। অনেকেই ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ ছেড়ে নিজেদের চাষের জমিতে শুরু করেছেন নীল চাষ। অন্যান্য চাষের ক্ষেত্রে একবার চাষ করলে ফসল একবারই হয়, কিন্তু নীল চাষের ক্ষেত্রে একবার চাষ করে তিন বার নীল উৎপাদন হয়। এর ফলে, অনেকে ধান, গম বা অন্যান্য চাষ ছেড়ে নীল চাষের উপর জোর দিচ্ছেন। আর নীল উৎপাদন হওয়ায় তাঁত শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে পুরুলিয়ায়। প্রথমে তাঁতের কাপড়ের সুতোর রঙের জন্য পলাশ-শিমুলের পাতা বা কেমিক্যাল-মিশ্রিত রং ব্যবহার করা হত। এবার সেই তাঁতের কাপড়ে নিজেদের চাষ করা নীল রং-ই ব্যবহার করছেন তাঁত শিল্পীরা। জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যে তাঁতের তৈরি কাপড়ের চাহিদাও বাড়ছে। রোজগারের নতুন দিশা দেখে খুশি নীল চাষি এবং তাঁত শিল্পীরা। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরাও।

শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থা, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ এক শিশুকন্যাকে যৌন হেনেস্তার অভিযোগে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বালাসন কলোনীর বাসিন্দা পরিতোষ বর্মন তার পাশের বাড়ির এক সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যা কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় তার মেয়ের সাথে খেলা করার জন্য। অভিযোগ সেই সময় পরিতোষ বর্মনের বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগ নিয়ে পরিতোষ শিশুকন্যাকে যৌন হেনেস্থা করে। শিশুকন্যাটি বাড়িতে এসে তার পরিবারকে সমস্ত বিষয়টি জানালে শিশুকন্যার পরিবার মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পরিতোষকে গ্রেফতার কর। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

বিভিন্ন সেকশনে মনোনীত গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও টানেলের কাঠামোগত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং ইস্পাত সেতু পেইন্টিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ডিসিবিএল/০৭/২০২৪/এমএলজি, তারিখ ঃ ০২-০৮-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল০৪২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের জন্য ৫ বছরের সময়ের জন্য যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ সহ (এএমসি) বিভিন্ন আধুনিক স্ট্রাকচারাল হেলথ মনিটরিং যন্ত্র ব্যবহার করে সঠিক সতর্কতা তৈরির পাশাপাশি ওয়েব ভিত্তিক পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং ক্রমাগত ডেটা সরবরাহ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মনোনীত গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও টানেলগুলির কাঠামোগত অবস্থার ক্ষতি এবং রিয়েল-টাইম মূল্যায়নের জন্য স্ট্রাকচারাল হেলথ মনিটরিং (এসএইচএম)। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৯৪,৭৩,১৭৫.৩২/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৪৭,৪০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল০৫২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের জন্য ৫ বছরের সময়ের জন্য যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ সহ (এএমসি) বিভিন্ন আধুনিক স্ট্রাকচারাল হেলথ মনিটরিং যন্ত্র ব্যবহার করে সঠিক সতর্কতা তৈরির পাশাপাশি ওয়েব ভিত্তিক পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং ক্রমাগত ডেটা সরবরাহ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মনোনীত গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও টানেলগুলির কাঠামোগত অবস্থার ক্ষতি এবং রিয়েল-টাইম মূল্যায়নের জন্য স্ট্রাকচারাল হেলথ মনিটরিং (এসএইচএম)। টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,০০,৩৯,৫৭৫.৩২/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৫০,২০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১০২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ৮৩৭৪০ বর্গমিটার পৃষ্ঠ এলাকার বিভিন্ন সেকশনে ৫৬টির পেইন্টিং এবং ১০টি স্টিলের সেতুর মেঝের পেইন্টিং। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৯০,৯৪,৭৮০.৬০/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ১,৮১,৯০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১১২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/পান্ডুর এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ১৩৮৬১০ বর্গমিটার পৃষ্ঠ এলাকার বিভিন্ন সেকশনে ৩৩টির পেইন্টিং এবং ১৮টি স্টিলের সেতুর মেঝের পেইন্টিং। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৫০,৩২,৭৭৯.৯০/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,২৫,২০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১২২০২৪এমএলজি; কাজের নাম : (ক) এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ৯১৮১৭ এসকিউএম পৃষ্ঠ এলাকার নিউ জলপাইগুড়ি-কুমেদপুর, কুমেদপুর-মালদা টাউন, একলাখি-বালুরঘাট, কাটিহার-তেজনারায়ণপুর, রাঙাপানি-বাগডোগরা-বেংডুবি (বিপিএমএস), কাটিহার-জোগবানি, শিলিগুড়ি জং-আলুয়াবাড়ি রোড এবং কাটিহার-কুমেদপুর সেকশনে ৫৯টি ইস্পাত সেতুর গার্ডারের পেন্টিং। (খ) এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং-এর এখতিয়ারের অধীনে ৩৬টি বিভিন্ন ইস্পাত সেতু গার্ডারের এবং এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির এখতিয়ারের অধীনে ৫৭টি বিভিন্ন স্টিলের ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং -এর লুব্রিকেশন। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৬৪,২০,৪০৫.৭৩/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৩২,১০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১৩২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং -এর এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ২০২০৯৭ এসকিউএম পৃষ্ঠ এলাকার নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি জং.-আলিপুরদুয়ার জং., নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ জং., নিউ মাল জং.- নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নতুন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জং-নিউ কোচবিহার-বামনহাট, নিউ জলপাইগুড়ি-সুকনা ও রানিনগর জলপাইগুড়ি জং-হলদিবাড়ি -এর সেকশনে ৭২টি ইস্পাত সেতুর গার্ডারের পেন্টিং। টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,৬৮,৫৯,২০২.৯৫/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৮৪,৩০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১৪২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/রাঙাপাড়া নর্থ -এর এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ১৩৪৩৬৩ বর্গমিটারের পৃষ্ঠ এলাকার বিভিন্ন সেকশনে ১০৪টির পেন্টিং এবং ২২টি ইস্পাত সেতুর মেঝের পেইন্টিং। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৩৭,১০,৮৪৪.২৩/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,১৮,৬০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১৭২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/বঙাইগাঁও -এর এখতিয়ারের অধীনে আনুমানিক ১৭৭৭১৭ বর্গমিটার পৃষ্ঠ এলাকার বিভিন্ন সেকশনে ১৮ টির পেইন্টিং এবং ২৫টি ইস্পাত সেতুর মেঝের পেইন্টিং। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৯২,৬৭,৭৮২.৬৫/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৪৬,৩০০/–; টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল১৫২০২৪এমএলজি; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/পান্ডুর এখতিয়ারের অধীনে গুয়াহাটি-লামডিং সেকশনে বিআর. নং. ৯১, ৯২, ৯৩, ৭২৭, ২১, ১০০, ১২৪ডিএন এবং ৫৯ডিএন -এর ক্ষয়প্রাপ্ত জায়গাগুলির মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৪৮,১০,২২৭.২৪/–; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,২৪,১০০/–; উপরের টেন্ডার নথি ২৭-০৮-২০২৪ তারিখ ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ২৭-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০৫ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২৭/২৪-২৫ তারিখঃ ০৫-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ মালিগাওঁএঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধকের ভবন সহিত মুখ্য কার্যালয় পরিসরে জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার বৃদ্ধি। টেণ্ডার রাশিঃ ৫৯,৭২,০৪৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,১৯,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad

e-N.I.T. No. 01/2024-25

e.-N.I.T.-01 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 05(Five) nos. work under Chhaighari Gram Panchayat from 07.08.2024 to 14.08.2024. N.B.: Details my be obtained from http://etender.wb.nic.in & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

E-Tender Notice

E-Tender for e-NIT No. 06 vide memo no.650/Bin GP Dated: 6th August, 2024 of the Pradhan, Binshira Gram Panchayat, Hili, Dakshin Dinajpur is invited from bonafied resourceful Contractor / Bidders by the undersigned. The last date of submission of tender is 13.08.2024 , 5.00 P.M.The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal www.wbtenders.gov.in & www.dinajpur.nic.in

Sd/-
Pradhan
Binshira GP, Hili, D/ Dinajpur

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN : L01132WB1990PLC048991

রেজি অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩ তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ২২১০-০৫৫৩ ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্টেটমেন্টের নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস আগের বছর শেষ হয়েছে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১২৮.৬৯	১২৮.৬৯	১৭৪.৫৪
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.৬৬	৩.৬৬	১১.৫২
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩.৬৬	৩.৬৬	১১.৫২
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩.৬৬	৩.৬৬	১১.৫২
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি) [অধিভুক্ত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৩.৬৬	৩.৬৬	১১.৫২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা)	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (Ind AS অনুযায়ী)			
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা)			
	ক) মূল	০.০৩	০.০৩	০.১০
	খ) মিশ্র	০.০৩	০.০৩	০.১০

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com/ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://norbentea.com/pdf/sqfr_june_2024.pdf।
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৭ আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য সীমিত পর্যালোচনা সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্বা /-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

তারিখঃ৭ আগস্ট, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

E-Tender Notice

e-tenders are invited by Prodhan, Mankar Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_729642_1 to 7 and 2024_ZPHD_729681_1 to 7 and 2024_ZPHD_729715_1 to 2 . Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 14/08/2024 up to 16.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
"Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata- 700001
CIN: L67120WB1982PLC035476

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company on 14th August, 2024 at 1:00 P.M. inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2024.

With reference to notice of Board Meeting as above, this is to further inform you that as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors / KMP/ officers / designated employees of the Company till 16th August, 2024.

For Pronto Industrial Services Ltd.
Suraj Ratan Bagree
Wholetime Director
DIN: 02515173
Place : Kolkata
Date : 07.08.2024

e-Tender Notice

The undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref.no.-92/JGP/NIT/5TH SFC/ 2024-25, 93/JGP/NIT/5TH SFC/2024-25, 94/JGP/NIT/ 5TH SFC/2024-25, 95/JGP/ NIT/5TH SFC/2024-25 dt-07/ 08/2024 from prospective bidders from 07/08/2024, 18.00 IST. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Jahannagarh G.P.

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Temporary Jhama Paved Road from Garbage Separation area to T.N Mukherjee Road in Ward No-12 & Surface Drain in Ward No-02 under Dankuni Municipality for E-N.I.T No WBMAD/DKM/CP/e-NIT-49 & 50/2024- 25, Bid submission closing date (online)-20/08/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in.
the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

বর্ষায় পানীয় জলের অভাব, জলপাইগুড়িতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ একদিকে যখন বানের জলে ভেসে যাচ্ছে জনপদ থেকে মানবতা ঠিক সেই সময় জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনিতে পানীয় জল না পেয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল এলাকার গৃহিণী থেকে আম জনতা। অপরদিকে পথ অবরোধের জেরে স্কুল-কলেজ- অফিস যাত্রীদের বেশ কিছুটা ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পথ অবরোধকারী পৌর নাগরিক মমতা ঝা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আমরা আর কত দিন পানীয় জল কিনে খাবো, বার বার পৌরসভার প্রতিনিধি প্রতিশ্রুতি দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে আমাদের এই এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে, সেই কারণেই আজ আমরা দলমত নির্বিশেষে সবাই পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। অপর এক পৌর নাগরিক রীতা চক্রবর্তী জানান, বহু বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি, আমদের এই এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট, সঙ্গে প্রতিটি রাস্তা ভাঙ্গা বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। আমরা পৌর ট্যাক্স দিচ্ছি, তাহলে কেন পরিষেবা পাবো না, এর জবাব কাউন্সিলরকে দিতে হবে। যদিও ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর পৌয়ালী দাস পানীয় জলের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন গত দেড় বছর ধরে এই এলাকার মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না, এটা সত্যি, এই বিষয়ে অনেকবার পৌরসভাকে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি, এখন পাশের ওয়ার্ডে একটি পাম্প মেরামতির কাজ চলছে, আশাকরি কয়েকদিনের মধ্যেই পানীয় জলের অভাব দূর হবে।

সমাজ বিরোধী হুলিগানসরা তৃণমূল পার্টিকেও দখল করে নিচ্ছেঃ দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ আগস্ট ঃ যারা সমাজ বিরোধী হুলিগানস তাঁরা কোন দলের নয়। না হলে তারা কি করে সংসদ ভবন লুট করতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি লুট করতে পারে, সেগুলো তো সব দেশেরই জিনিস। এই ধরনের লোকেরা এখানে সিএএ পাস হওয়ার পর আগুন জ্বালিয়েছিল, বাড়ি ঘর লুট করেছিল, দোকানপাট জ্বালিয়েছিল, স্টেশন জ্বালিয়েছিল। এই লোকেরাই একুশে নির্বাচনে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল, দোকান লুট করেছিল, আগুন জ্বালিয়েছিল, মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছিল এরা এখন তৃণমূল পার্টিকেও দখল করে নিচ্ছে। দুর্গাপুরের ৩৭ নং ওয়ার্ডে চা চক্রে যোগ দিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ তৃণমূলকে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, মমতা ব্যানার্জি ইদানিং ভাবছেন এরা তো আমার পক্ষেই আছে, তাই মুখ বন্ধ করে আছে, কিন্তু উনি জানেন না বাঘের পিঠে চড়ে আছেন, যেদিন বাঘের পিঠ থেকে নামবেন সেদিন ওনার ঘাড় মটকাবে ওঁরা। এক দিদি গেছেন আরেক দিদি হয়তো সেই রাস্তায় হাঁটছেন, তাদের ভবিষ্যতটা যেন টিএমসি দেখে রাখে তারা পশ্চিমবঙ্গটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই আগুন থেকে কেউ বাঁচবে না।

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. NIT No. 002/GGP/2024-25(2 nd Call), dated 06/08/2024 . For further details see the E-Tender Portal i.e. http://wbtender.gov.in

Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

হটিকালচার দপ্তরের আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের চাষাবাদ শেখানো শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ার শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতে এক নম্বর ব্লকে অরণ্য সমবায় সমিতির উদ্যোগে এবং

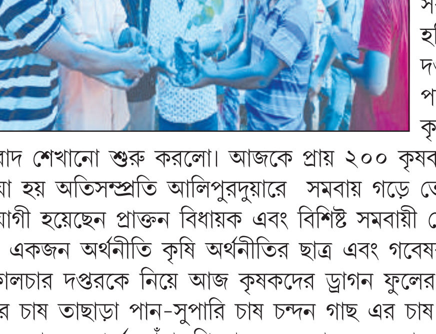

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হটিকালচার দপ্তর আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের চাষাবাদ শেখানো শুরু করলো। আজকে প্রায় ২০০ কৃষককে ট্রেনিং দেওয়া হয় অতিসম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে সমবায় গড়ে তোলার কাজে উদযোগী হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিশিষ্ট সমবায়ী সৌরভ চক্রবর্তী তিনি একজন অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতির ছাত্র এবং গবেষক তিনি এই হটিকালচার দপ্তরকে নিয়ে আজ কৃষকদের ড্রাগন ফুলের চাষ ড্রাগন ফলের চাষ তাছাড়া পান-সুপারি চাষ চন্দন গাছ এর চাষ ফুল- ফল সবজির চাষ সম্পর্কে বাঁধাকপি চাষ এবং তাদের সরকারের কি কি সুযোগ সুবিধা আছে সেই বিষয়ে কৃষকদেরকে বলেন। সারাদিন ধরে এই ট্রেনিং চলে এবং কৃষকদের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়।

e-Tender Notice

eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_1 Dated. 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_2 Dated 06/08/2024 eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_3 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_4 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_5 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_6 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_7 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_8 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_9 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_10 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.–SGP/07/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_11 Dated 06/08/2024, eTender Notice No.– SGP/07/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_728846_12 Dated 06/08/2024, e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from 06/08/2024 to 13/08/2024, For further details visit the website http://wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayat

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ আগস্ট ঃ পুরাতন মালদার শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করলেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। বুধবার তিনি হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ করেন। সকলকে হেলমেট পরিধান করে বাইক চালানোর ব্যাপারে সচেতন করেন। চেয়ারম্যান বলেন, অনেকে হেলমেট ছাড়া চলাচল করে থাকেন বাইক্ চালকরা। সেজন্য এদিন হেলমেট দেওয়া হয়েছে। আমরা চায়, মানুষ যেন আইন মেনে গাড়ি চালায়।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-08/2024-25 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 06(Six) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_730116_1 to 2024_DM_7730116_6. Document download/sell starting from 07.08.2024 up to 13.08.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 07.08.2024 up to 13.08.2024 at 16:00 PM. And Opening on 16.08.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line item rate Tender for the works : **(1)** Conducting load test of different bridges under Howrah Division,PWD Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Amount to be Quoted**, Tender ID : **2024_WBPWD_729949_1**. **(2)** Emergent new construction of bathroom in the chamber of Officer-in-Charge, Confidential Section with other important allied works at 3rd Floor of New Collectorate building, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Part-A : 4,55,355/- & Part-B : Amount to be quoted**, Tender ID : **2024_WBPWD_730013_1**. **(3)** Emergent installation of new 200 dia straight tube well including important ancillary works at District Magistrate Bungalow, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs. 12,70,787/-**, Tender ID : **2024_WBPWD_729949_2**.

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_33/2024_2025. Bid Submission Start Date (online) : **08.08.2024** up to **10:00 A.M**. Bid Submission End Date (online) : **22.08.2024** up to **13.00 P.M**.

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

আমি, মন্দিরা হায়দার (মিসেস বিশ্বাস)গ্রাম এবং পোষ্ট- গাববেড়িয়া, থানা- মন্দিরবাজার, পিন - ৭৪৩৩৩৬ ৩১.৭.২০২৪ তারিখে ট্রানজিটে হারিয়ে গিয়েছিল, আমার অক্সিলারি নার্সিং মিডওয়াইফারির আসল সার্টিফিকেট। সম্পর্কিত G.D.E. নং ২৬ / ২৪ ১.৮.২০২৪ তারিখে ১.৮.২০২৪ তারিখে ধোলাহাট থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৯৯-এ দায়ের করা হয়েছিল। যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করে আমার পূর্বোক্ত ঠিকানায় জানান।

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') শুক্রবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে, একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, ২রা আগস্ট, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য, কোম্পানী আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সম্মতিতে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং ২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') সার্কুলার নম্বর সহ পড়া হয়েছে এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২১/১১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৪ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি()সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ১২ই মে, ২০২০, ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ই মে, ২০২২, ৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৭ই আগস্ট, ২০২৪ বুধবার এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') / কোম্পানি সাথে নিবন্ধিত।

৩৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.ntcind.com/annual-reports-and-annualreturn/-এও পাওয়া যাচ্ছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') ওয়েবসাইটেও এটি www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়ঃ https://www.bseindia.com/ এবং https://www.cse-india.com/ যথাক্রমে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে কোম্পানি, ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা (এসএস২) এবং তালিকার রেগুলেশন ৪৪ প্রবিধান, সদস্যদের একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর পরিষেবাগুলিকে রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি/ওভিএএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম-এ ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে। **২৩শে আগস্ট, ২০২৪ শুক্রবার ('কাট-অফ ডেট')** হিসাবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ভোটদানের অধিকার তাদের কাছে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, তারাই তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে।

সদস্যরা ভিসির মাধ্যমে কোম্পানির এজিএমে যোগ দিতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২৭শে আগস্ট, ২০২৪ সকাল ৯:০০টায় শুরু হয় এবং বৃহস্পতিবার, ২৯শে আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫:০০টায় শেষ হয়। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে / অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যে কোনো ব্যক্তি যে এজিএমের নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন তিনি evoting@nsdl.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত।

পরিচালনা পর্ষদ মিসেস প্রাচি টোডি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এসিএস নং ৫৩০২২, সিপি নং ২২৯৬৪)-কে এজিএম চলাকালীন ভোটিং এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে এবং এই ধরনের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি পাওয়া গেছে।

ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ সুবিধাগুলি পাঠানোর জন্য, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ নিবন্ধন করেননি, তারা ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এটি নিবন্ধন করার জন্য। ডিপোজিটরি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে এবং কোম্পানির আরটিএ-তে লেখার মাধ্যমে প্রকৃত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে।

ই-ভোটিং-এর ফলাফল এজিএমের তারিখে বা তার পরে ঘোষণা করা হবে অর্থাৎ শুক্রবার, ৩০শে আগস্ট, ২০২৪। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি https://www.bseindia.com/ এবং www.cse-india.com-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০-এ যোগাযোগ করুন অথবা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে মনোনীত ইমেল আইডিগুলিতে যোগাযোগ করুনঃ amitv@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com অথবা টেলিফোন নম্বরেঃ ০২২-৪৮৮৬৭০০০।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুশ্রী চৌধুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ই আগস্ট, ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (E)(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/GRBU/T25/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of IIT and LT electrical network at Old Santoshpur DPS under GRBU (for 1 year).** Estimated amount: **₹ 2,38,376.00.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **12 months.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/T27/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 5.89 cusec submersible pump motor unit no. 6 at New Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2024 up to 5 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 at 5 pm** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/DR/PBPS/KE/01/24-25
Name of the work: **Dismantling cleaning, overhauling of LT ACB and HT single panel OCB with allied work at LS-III (Sirity) DPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **14 days.**

(4) NIT No. : KMC/DR/PBPS/AD/E/05/24-25
Name of the work: **Necessary repairing, replacement of defective accessories of illumination system and different types of fans and installation of new luminaries with allied electrical works at TTPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated cost: **₹ 2,95,760.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2024 up to 3 pm (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2024 (10 am)** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 & 4).**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/GRBU/T26/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of IIT and LT electrical network at Padirhati DPS and New Santoshpur DPS under GRBU (for 1 year).** Estimated amount: **₹ 4,76,752.00.** Earnest money: **₹ 9,600.00.** Period of completion: **12 months.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2024 up to 5 pm.** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 at 5 pm** from the website: **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Dy. Chief Engineer (C)(Parks & Squares), KMC invites e-tender quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(PS)/XI/113/03/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Saradamoni Park at Gurucharan Road in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated cost: **₹ 4,51,177.91.** Earnest money: **₹ 9,100.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2024 - 1 pm.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.08.2024 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/022/2024-2025/R
Name of the work: **Repairing & maintenance of cement concrete & I.P. passage with allied works at Barabagan Area Jugipara Lane, Mitha Talab Lane N/H No. T-324 etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,640.41.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/023/2024-2025/R
Name of the work: **Repairing of surface drain & replacement of broken R.C.C. slab & gullypit cover etc. with allied works at Mithatalab Lane, Bara Bagan, Dakait Bagan etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,942.69.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/025/2024-2025/R
Name of the work: **Maintenance of passages (I.P/C.CON) in Satghara Lane and Bye Lane in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,87,966.39.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/028/2024-2025/R
Name of the work: **Improvement of passage with allied works near Premises No. X-9 Khaldhari Road in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,89,328.17.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/022/2024-2025/R/P&S
Name of the work: **Repairing & painting of pond side park with allied works at Manasha Row Boropukur, Paul Pukur, Nona Pukur etc. in Ward No.-136, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,57,612.81.** Earnest money: **₹ 9,200.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **24.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5).** Date of opening of tender: **27.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

(6) NIT No. : KMC/XV/133/018/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of C.C. passage and paver block passage with allied works at Bollam Tola, Kasmiri Para near Premises Nos. N197, N140, J62 etc. in Ward No.-133, BR-XV under slum area.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,839.32.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **09.08.2024 - 12.00 noon.** Documents download/sell start date (online): **09.08.2024 - 4 pm.** Documents download/sell end date (online): **22.08.2024- 4 pm.** Bid submission start date (online): **09.08.2024- 4 pm.** Bid submission closing date (online): **22.08.2024- 4 pm.** Bid opening date for technical proposals (online): **24.08.2024 - 4 pm.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/281 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Bikramgarh area and Ramgarh area under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,97,671.93 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid(s): **28.08.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (12 noon).**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/280 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Haltu Main Road and Dhakuria Station Road under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,98,569.86 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid(s): **24.08.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 (12 noon).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** (368/24-25)

খাওয়া দাওয়া

খাবারের সঙ্গে জমিয়ে উদযাপন করুন স্বাধীনতা দিবস

ট্রাই কালার মোমো

কি কি লাগবে দেখে নিন-ময়দা ২৫০ গ্রাম,চিকেন কিমা ২৫০ গ্রাম,পেঁয়াজ কুঁচি ২০০ গ্রাম,আদা-রসুন পেস্ট ২ টেবল চামচ,কাঁচা লঙ্কা কুচি ২টি,নুন ১ চা চামচ উষ্ণ গরম জল,সাদা তেল,গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা চামচ,ধনেপাতা পেস্ট ও কুচি ২ টেবল চামচ,গাজর পেস্ট ২ টেবল চামচ,আজিনামোটো ১২ চা চামচ।

কি ভাবে তৈরি করবেন- প্রথমে ময়দাতে নুন দিয়ে তার মধ্যে একটু সাদা তেল দিয়ে ময়দাটিকে ভালভাবে মাখতে হবে। এর মধ্যে ওই মাখা ময়দা সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিয়ে তার মধ্যে একটা ভাগে গাজর পেস্ট, আরেকটি ভাগে ধনেপাতা পেস্ট দিয়ে সামান্য উষ্ণ গরম জল মিশিয়ে নরম করে মেখে নিতে হবে। আর একটি ভাগে সাধারণ ময়দার মতো মেখে রাখতে হবে। এবার একটি পাত্র নিয়ে তার মধ্যে চিকেন কিমা ও বাকি উপকরণগুলি দিয়ে একসঙ্গে মেখে এর মধ্যে একটু তেল মিশিয়ে তিনটি ময়দা মাখা থেকে তিনরকম কালারের গোলা বানিয়ে তার মধ্যে চিকেন কিমার পুর ভরে ইচ্ছেমতো আকারে গড়ে নিন। এবার একটি মোমো স্ট্যান্ডের মধ্যে তেল ব্রাশ করে নিয়ে ২০ মিনিট মতো রেখে স্টিম করুন তিনরকম রঙের গোলাগুলিকে। ২০ মিনিট পরে ভালমতো সিদ্ধ হয়ে গেলে প্লেটে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন ট্রাই কালার মোমো।

মার্বেল কেক

কি কি লাগবে-মাখন ১০০ গ্রাম,চিনি ১০০ গ্রাম,ময়দা ১০০ গ্রাম,ডিম ৩টি,ভ্যানিলা এসেন্স ২ চা চামচ,বেকিং পাউডার ১২ চা চামচ,গ্রিন ফুড কালার ১ ফোঁটা,অরেঞ্জ ফুড কালার ১ ফোঁটা।তৈরি করুন এভাবে- প্রথমে একটি বাটি নিয়ে তাতে ময়দা ও বেকিং পাউডার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে রাখতে হবে। এরপর অন্য একটি পাত্রে মাখন ও চিনি নিয়ে খুব ভাল করে ব্লেন্ড করতে হবে। এবার এর মধ্যে ৩টি ডিম ও ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে আরও ২ মিনিট ব্লেন্ড করে নিয়ে ওর মধ্যে ময়দা ও বেকিং পাউডার-এর মিশ্রণটিকে ঢেলে দিন। আস্তে আস্তে কাট অ্যান্ড কোল্ড পদ্ধতিতে পুরো জিনিসটিকে মেশাতে হবে। এরপর ওই ব্যাটারটিকে তিনটি আলাদা পাত্রে সমানভাগে ভাগ করে রাখুন। একটি পাত্রে গ্রিন ফুড কালার, একটি পাত্রে অরেঞ্জ ফুড কালার মেশান। আর একটা যেমন ছিল ঠিক ওরকমই রেখে দিন। এবার একটি কেক টিন মোল্ড নিয়ে তার উপরে বাটার পেপার রেখে প্রথমে গ্রিন ব্যাটার, পরে হোয়াইট বা সাদা ব্যাটার ও তারপরে অরেঞ্জ ব্যাটার দিতে হবে। এইভাবে চারবার করতে হবে। এরপরে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রি-হিট করা ওভেনে ২৫ মিনিট মতো বেক করলেই তৈরি হয়ে যাবে আপনার ট্রাইকালার মার্বেল কেক।

পোলাও

কি কি লাগবে- বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম,পালং বাটা ১২ কাপ,গাজর বাটা ১২ কাপ। কাজু ৫০ গ্রাম,কিশমিশ ৫০ গ্রাম,গোটা গরম মশলা ১০ গ্রাম,তেজপাতা ২টি,চিনি স্বাদমতো,সাদা তেল ২ টেবিল চামচ,ঘি ২ টেবল চামচ,মিঠা আতর ১ ফোঁটা,সামান্য নুন।

কি ভাবে তৈরি করবেন- প্রথমে চালটা ভাল মতো ধুয়ে নিয়ে ৩০ মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখুন। এবার একটি কড়াইতে সামান্য ঘি দিয়ে আঁচে বসান। এরপর তার মধ্যে পালং বাটা দিয়ে বেশ ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিয়ে ওই ভাজা পালং বাটা একটি ছোট বাটিতে রাখুন। এবার ওই একইভাবে ঘি নিয়ে তাতে গাজর বাটা দিয়ে ভেজে নিয়ে সেটিও তুলে একটি পাত্রে রেখে দিন। এবার কড়াইয়ে সাদা তেল ও ঘি দিয়ে তার মধ্যে একে একে গোটা গরম মশলা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন।

তারকেশ্বরে শ্রাবনী মেলা উপলক্ষে অতিরিক্ত ই.এম.ইউ স্পেশাল এবং মোবালই ইউটিএস-র ব্যবস্থা করেছে পূর্বরেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ শ্রাবনী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই তারকেশ্বর স্টেশনে ভক্তরা আসেন মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে। তারকেশ্বর শহরটি দেশের বাকি অংশের সাথে রেলপথের মাধ্যমেই সবথেকে ভালোভাবে সংযুক্ত, যার ফলে এই শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে তারকেশ্বর স্টেশনটিকেই বলা যেতে পারে। তারকেশ্বরে শ্রাবনী মেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বরেল দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ই.এম.ইউ স্পেশাল চালানো শুরু করেছে। শ্রাবনী মেলার বিশেষ দিনগুলিতে হাওড়া-তারকেশ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ৪ জোড়া এবং শেওড়াফুলি-তারকেশ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ৪ জোড়া ই.এম.ইউ স্পেশাল চালাচ্ছে পূর্বরেল। ট্রেনগুলি চলবে পুণ্যার্থীদের মন্দির দর্শনের সুবিধাজনক সময়ে, যাতে দিনের দিন-ই ভক্তরা মন্দির দর্শন সেরে বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

এবছর শ্রাবনী মেলায় তারকেশ্বরে

যাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯.৩৫ এবং টিকিট বিক্রিতে আয়ও বেড়েছে ১০৭.৭৭ । যাত্রীসংখ্যার এই অভাবনীয় বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় যে, যাত্রীরা তারকেশ্বরে পৌঁছানোর জন্য রেলকেই পছন্দের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। দর্শনার্থীরা যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেজন্য রেলের তরফ থেকে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে তারকেশ্বর স্টেশনে। অতিরিক্ত ইউটিএস কাউন্টার খোলা হয়েছে (মোট ১৫৬ টি শিফটে অতিরিক্ত কাউন্টার চালু থাকবে), ভিড়রে সময়ে আরপিএফ এবং কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে র কর্মীরা যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে ও নামতে সহায়তা করছেন এবং স্টেশনে ভি। নিয়ন্ত্রণ করছেন। অতিরিক্ত টিকিট চেকিং স্টাফ, আরপিএফ এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবীদের যাত্রীসহায়তায় নিযুক্ত করা হয়েছে। মেডিক্যাল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরী রাখা হয়েছে। এছাড়াও, এবছরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল মোবাইল ইউটিএস চালু। এই মোবাইল ইউটিএস এর মাধ্যমে রেলের বুকিং কর্মীরা চলতে ফিরতেই প্লাটফর্মে যাত্রীদের অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছেন যাতে তাদের কষ্ট করে টিকিটের লাইনে দাঁড়াতে না হয়। শ্রাবনী মেলার এই পুণ্যলগ্নে যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই যাতায়াত করতে পারেন, তার জন্য পূর্বরেল সদাসচেষ্ট।

কবচ, স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা

স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা (এটিপি) সিস্টেম এটিপি সিস্টেম হল একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা রেল পরিবহণে ট্রেন থেকে আটকাতে ব্যবহৃত হয়। নিরাপদ গতি অতিক্রম করা বা বিপদে সংকেত পাস করা। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেনের গতি এবং দুর্ঘটনা রোধ করতে প্রয়োজনে ব্রেক প্রয়োগ করতে পারে। এটিপি সিস্টেম আধুনিক রেলওয়ে সিগন্যালিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান,মানব ত্রুটির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করা ট্রেন বিশ্বজুড়ে স্থাপনা। USA : পজিটিভ ট্রেন কন্ট্রোল (PTC)Ë ১৯৮০ সালে শুরু হয়েছিল ' ১৯৯০ এর দশকে কিছু রেলপথে মোতায়েন করা হয়েছিল ' ২০১০ সালে, ফাইনাল PTC বাস্তবায়নের নিয়ম ফেডারেল রেলপথ দ্বারা জারি করা হয়েছিল। প্রশাসন (৩০ বছর) ইউরোপঃ ইউরোপীয় ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম ১৯৮৯ ঃ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত ' পাইলট প্রকল্প ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল (সুইজারল্যান্ড, জার্মানি) ' ২০০৫ আরও স্থাপনার জন্য প্রথম এমওইউ স্বাক্ষরিত ETCS এর (১৬ বছর)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৯০ এর ATP সিস্টেম প্রয়োগ করা হয়েছে ' আধুনিক ATP সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণশহুরে এবং উচ্চ ট্রাফিক এলাকায় ধীরে ধীরে ETCS চালু করা হচ্ছে।

ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জিএম

মালিগাঁও, ৭আগস্ট ঃ আজ (৭আগস্ট, ২০২৪তারিখ) উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব নিউ বঙাইগাঁও-এ রেলওয়ে ওয়র্কশপ পরিদর্শন করেন। তিনি নিউ বঙাইগাঁও এলাকার উন্নয়ন মূলককাম-কাজ ও রেলওয়ে সুযোগ-সুবিধাগুলিরও পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রঙিয়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী নীরজ গুপ্তা এবং হেডকোয়ার্টার ওডিভিশনের বরিষ্ঠআধিকারিকরা। নিউ বঙাইগাঁও ওযার্কশপে, তিনি ক্যারেজ রিপেয়ার শপ, ওযাগন রিপেয়ার শপ, এলএইচবি কম্পোনেঃট রিপেয়ার শপ, এলএইচবি বগি শপ, বিযারিং শপ, ট্রেনের লাইটিং এবং এযার কন্ডিশনার শপ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।তিনি রোলিং স্টকগুলির আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপে যে পরিকাঠামো উন্নযনের কাজগুলি চলছে তা পর্যালোচনা করেন এবং রোলিং স্টকের আরও ভাল মার্শালিং করার জন্য ইযার্ড পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেন। পরে জেনারেল ম্যানেজার ওয়ার্কশপের পাশাপাশি থাকা সুপারভাইজার ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদান করা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউলগুলির যাচাই করেন যা সুরক্ষিতভাবে ট্রেন পরিচালনা করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেনারেল ম্যানেজার লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটদের জন্য প্রদান করাসুযোগ-সুবিধাগুলি পরীক্ষা করার জন্য নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে ক্রু লবি পরিদর্শন করেন। পরে জেনারেল ম্যানেজার ভারতীয় রেলের দ্রুত আধুনিকীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ার্কশপের ভবিষ্যত প্রস্তুত করার জন্য অন্যান্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে ওয়ার্কশপের আধিকারিকদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। জেনারেল ম্যানেজারের পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন স্থানে সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন করা, আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। চলমান কাজের প্রতি ইতিবাচক মূল্যায়ন, যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

নাম পরিবর্তন

আমি Tarun Kar (পুরাতন নাম) পিতা Late Tabarak Warsi ঠিকানা 541A, Tiljala Road, P.S.- Karaya, Kolkata-700046, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Naushad Warsi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Naushad Warsi (নতুন নাম) ও Tarun Kar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) DULAL CHANDRA BISWAS S/o- RENUPADA BISWAS, Residing at, Vill- Haribabur paschim gali, Post- Cossimbazar raj, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DULAL CHANDRA BISWAS To DULAL BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DULAL BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, DULAL BISWAS and DULAL CHANDRA BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) HASINA BEGAM W/o- FAZLUL KARIM, Residing at, Vill- Diar jalibagicha, Post- Diar jalibagicha, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HASINA BEGAM To HASINA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HASINA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, HASINA KHATUN and HASINA BEGAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MANIK SEIKH S/o- SORAB SEKH, Residing at, Vill- Kallikpara, Post- Ekgharia , Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742173, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANIK SEIKH To CHAND MAHAMMAD SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) CHAND MAHAMMAD SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, CHAND MAHAMMAD SEIKH and MANIK SEIKH both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Lakshmi Ray (পুরাতন নাম) স্বামী Dhrubo Kumar Roy ঠিকানা Narasingha nagar, P.O.- Ghoralia, P.S.- Santipur, Ranaghat, Pin-741404, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lakshmi Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Lakshmi Roy (নতুন নাম) ও Lakshmi Ray (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) DILIP KUMAR SARKAR S/o- DWIJEN SARKAR, Residing at, Vill- Kaikhali, Post- Haritala, Ps- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DILIP KUMAR SARKAR To DILIP SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DILIP SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, DILIP SARKAR and DILIP KUMAR SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TARUN DAS S/o- LATE NAGENDRANATH DAS, Residing at, Vill- Uttar singatala, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TARUN DAS To TARUN KUMAR DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TARUN KUMAR DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, TARUN KUMAR DAS and TARUN DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ARATI RANI DASS & ARATI DAS W/o- TARANI CHANDRA DAS, Residing at, Vill- Para Samandi (Old Malda Road), Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ARATI RANI DASS & ARATI DAS To ARATI RANI DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ARATI RANI DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ARATI RANI DAS and ARATI RANI DASS & ARATI DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TARANI CHANDRA DASS & TARONI DAS S/o- SRI CHARAN DAS, Residing at, Vill- Para Samandi (Old Malda Road), Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TARANI CHANDRA DASS & TARONI DAS To TARANI CHANDRA DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TARANI CHANDRA DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, TARANI CHANDRA DAS and TARANI CHANDRA DASS & TARONI DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) DWJINDRA NATH SARKAR S/o- DEBENDRA NATH SARKAR, Residing at, Vill- Kaikhali, Post- Haritala, Ps- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DWJINDRA NATH SARKAR To DWIJEN SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DWIJEN SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, DWIJEN SARKAR and DWJINDRA NATH SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SABITA BHAUMIK DAS W/o- TARUN KUMAR DAS, Residing at, Vill- Uttar singatala, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SABITA BHAUMIK DAS To SABITA BHOWMICK DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SABITA BHOWMICK DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SABITA BHOWMICK DAS and SABITA BHAUMIK DAS both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Asit Bhattacharya (পুরাতন নাম) পিতা Late Mahadev Bhattacharya ঠিকানা 721, Parnasree Pally Chatapark, P.O.- Parnasree, P.S.- Parnasree, Kolkata-700060, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Asit Kumar Bhattacharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Asit Kumar Bhattacharya (নতুন নাম) ও Asit Bhattacharya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Somdutta Bhattacharya (পুরাতন নাম) স্বামী Abhijit Bhattacharya ঠিকানা 128, Parnasree Pally, P.O. P.S.- Parnasree, Kolkata-700060, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Somdutta Bose (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Somdutta Bose (নতুন নাম) ও Somdutta Bhattacharya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Subhra Seal (পুরাতন নাম) পিতা Late Sushanta Pal ঠিকানা Maa Tara Apartment, Kalipark Kalimandir, Kalipark, Bablatala, Gopalpur 1, Rajarhat Gopalpur(M), Dist.-24Pgs. (N), Kolkata -700136 W.B., বিধাননগর, নোটারি পাবলিক Dated 06-08-2024 এর Affidavit no. 199/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subhra Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subhra Seal (পুরাতন নাম) ও Subhra Pal (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Debismita Biswas (পুরাতন নাম) স্বামী Subhadeep Gobinda Biswas ঠিকানা 1170 Trans Enclave, Flat No. 1A, Madurdaha, VTC P.O.E.K.T., Dist.-Kolkata-700107, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 06-08-2024 এর Affidavit no. 33/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Debismita Bhattacharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Debismita Bhattacharya (নতুন নাম) ও Debismita Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SK NURUL ISLAM, S/O SK BAJLUR RAHAMAN, R/O JANAI SUBEDAR MORE, PO-JANAI, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712304, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NARUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024, THAT SK NURUL ISLAM AND SK NARUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD ABDUL BASHIR, S/O MAHAMMED HOSSAIN, R/O 1K, JAIGIRGHAT ROAD, PASCHIM PARA, PO+PS THAKURPUKUR, KOLKATA -700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL BASIR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT MD ABDUL BASHIR AND ABDUL BASIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Manisha Das (old name) W/O Rupak Kanti Das, D/O Anil Paul, residing at Malancha Takiroad, P.O.- Kazipara, P.S.- Barasat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700124, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Monisha Das (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Monisha Das (new name) and Manisha Das (old name) both are same identical person.

Name Change

I BILKISH BANO, D/O MD ISLAM BARIK, R/O GOUSIA AMAN MOHALLA, RANIGANJ M, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BILKIS BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT BILKISH BANO AND BILKIS BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHIDA BEGUM, W/O ABDUL BASIR, R/O 1K, JAIGIRGHAT ROAD, PASCHIM PARA, PO + PS THAKURPUKUR, KOLKATA -700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIDA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT SAHIDA BEGUM AND SAHIDA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHIT DAW,S/O NANI GOPAL DAW,R/O 136,90 SUBHAS SARANI BIRATI,D4 DIAMOND TOWER,PO-BIRATI,PS-NIMTA,NORTH 24 PARGANAS,KOLKATA-700051,,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT DAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024,THAT ASHIT DAW AND ASIT DAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RINU BEGUM(OLD NAME),WIFE OF SAKIR ALAM MONDAL, RESIDING AT PURBA SARDAR PARA,BANKRA 1NO, PS-DOMJUR,HOWRAH-711403,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SERINA MONDAL(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT RINU BEGUM AND SERINA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ALOK KUMAR BAR,SON OF HEMANTA BAR, RESIDING AT KESHIARY BHUNIABARH,PS-PANSKURA,EAST MEDINIPUR - 721152,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOK BAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024.THAT ALOK KUMAR BAR AND ALOK BAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD SAHIDUL ISLAM, S/O MAHARAM ALI, R/O BODAI MAJHER PARA, GHOLA BILKANDA, PS BARRACKPORE, BARRACKPORE - 700110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIDUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024, THAT SAHIDUL ISLAM AND MD SAHIDUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHAKIR ALAM MONDAL(OLD NAME),SON OF LATE MOHABAT ALI MONDAL, RESIDING AT MUNSHIDANGA,DAKSHIN PARA,BANKRA, PS-DOMJUR,HOWRAH-711403,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKIR ALAM MONDAL(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT SHAKIR ALAM MONDAL AND SAKIR ALAM MONDAL, BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, DEBDEEP DASGUPTA,SON OF DEEP DASGUPTA, RESIDING AT 8/31 FERN ROAD, BALLYGUNGE, KOLKATA -700019,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEVDEEP DASGUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT DEBDEEP DASGUPTA AND DEVDEEP DASGUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ,CHATTA DAS,SON OF MAHENDRA DAS, RESIDING AT MANDABGHATA,KUMARKHOLA,BAGDA, NORTH24PARGANAS - 743270,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHITTARANJAN DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT CHATTA DAS AND CHITTARANJAN DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SIDDHANT AGARWAL S/o- SUNIL AGARWALA, Residing at, Vill- Manas Kamana road, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SIDDHANT AGARWAL To SIDDHANT AGARWALA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SIDDHANT AGARWALA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SIDDHANT AGARWALA and SIDDHANT AGARWAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AYOB SK S/o- FAKIR MAHAMMAD, Residing at, Vill- Umarpur, Post- Ghorshala, Ps- Jangipur, Dist- Murshidabad, Pin- 742235, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AYOB SK To AYUB SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AYUB SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, AYUB SK and AYOB SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, ASHIQUE EKBAL MONDAL(OLD NAME),SON OF SAKIR ALAM MONDAL, RESIDING AT MUNSHIDANGA,DAKSHIN PARA,BANKRA, PS-DOMJUR,HOWRAH-711403,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIQUE IKBAL MONDAL(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT ASHIQUE EKBAL MONDAL AND ASHIQUE IKBAL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH NASIRUDDIN, S/O LATE SK BADRUDDIN, R/O PADIRHATI BADAMTALA, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, DIAMOND HARBOUR, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIRUDDIN SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024, THAT SHAIKH NASIRUDDIN AND NASIRUDDIN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RATISH KUMAR SHAW,S/O BIKRAM SHAW,R/O P-89,C.I.T ROAD,PO-ENTALLY,KOLKATA-700014,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RATISH SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024,THAT RATISH KUMAR SHAW AND RATISH SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RABINDRA DAS,SON OF KALI DAS, RESIDING AT VILL-PURBA GANGADHARPUR,PO-KAK KALINAGAR,PS-HARWOOD POINT COSTAL, SOUTH24PARGANAS - 743347,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINDRANATH DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT RABINDRA DAS AND RABINDRANATH DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I LIPI BISWAS,D/O ANIL DAS,R/O VILL & PO-GOBRAPUR,PS-BONGAON,NORTH 24 PARGANAS,743251,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LIPI BISWAS DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024,THAT LIPI BISWAS AND LIPI BISWAS DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, CHUBAKUMZUK ODILANGNOK, SON OF ODILANGNOK, RESIDING AT 141, S.S. DHAWAN COLONY, HARIDEVPUR, KOLKATA-700082, WEST BENGAL .SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHUBAKUMZUK LONGKUMER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024. THAT CHUBAKUMZUK ODILANGNOK AND CHUBAKUMZUK LONGKUMER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TAPAN KR SINGHA, SON OF ANANTA SINGHA, RESIDING AT BARH CHUN FALI,PO-DAKHIN DAUKI,PS-JUNPUT COSTAL(CONTAI),EAST MEDINIPUR-721450,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN SINGHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024.THAT TAPAN KR SINGHA AND TAPAN SINGHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MAJIBUR RAHAMAN S/o- LATE JAHAR ALI, Residing at, Vill- Chator, Post- Raninagar, Ps- Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAJIBUR RAHAMAN To MOJIBUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOJIBUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MOJIBUR RAHAMAN and MAJIBUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mousumi Shyamalkumar Roy (old name) W/O Shyamal Kumar Roy, residing at Flat-9B, Tower-2, 38, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata- 700061, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mousumi Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Mousumi Roy (new name) and Mousumi Shyamalkumar Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohit Ginodia (old name) S/O Jai Prakash Ginodia, residing at AVISHI TRIDENT, BLOCK 1. FLAT- 18D, 34B B T ROAD, P.S.- COSSIPORE, KOLKATA, PIN- 700002, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohit Kumar Ginodia (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Mohit Kumar Ginodia (new name) and Mohit Ginodia (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Safiqul Islam (old name) S/O Md Nurislam Sardar, residing at Vill.- Akharpur, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safikul Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Safikul Sardar (new name) and Mohammad Safiqul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Masoom Javed (old name) S/O Shaukat Pardesi, residing at 20 A, TALTALA LANE, PARK STREET, KOLKATA, PIN- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Masoom Jawed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Masoom Jawed (new name) and Masoom Javed (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Siddhantha Digvijay Jaitha (old name) S/O Digvijay Rasik Jaitha, residing at Block-2, 3rd Floor, Flat-1D, 3 Haritage Mayfair Road, P.O.- Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Siddhant Digvijay Jaitha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Siddhant Digvijay Jaitha (new name) and Siddhantha Digvijay Jaitha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Smriti Siddhantha Jaitha (old name) W/O Siddhant Digvijay Jaitha, residing at Block-2, 3rd Floor, Flat-1D, 3 Haritage Mayfair Road, P.O.- Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Smriti Jaitha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Smriti Jaitha (new name) and Smriti Siddhantha Jaitha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Praveen Kumar Sethia (old name) S/O Virendra Kumar Sethia, residing at 3B-2E, Active Acre, 54/10, Debendra Chandra Dey Road, P.O.- Tangra, Kolkata- 700015, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Praveen Sethia (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Praveen Sethia (new name) and Praveen Kumar Sethia (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ejaz Jan Mohammed (old name) S/O Md Jan, residing at 376/2, Sarat Chatterjee Road, P.O.- B Garden, P.S.- Shibpur, Dist.- Howrah, Pin- 711103, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ejaz Jan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/08/2024. Ejaz Jan (new name) and Ejaz Jan Mohammed (old name) both are same identical person.

ছেলেধরা গুজব ছড়ানো শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ গুজবে কান না দেওয়ার বার্তা পুলিশ সুপারের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ আগস্ট ঃ ছেলেধরা গুজবে জেরবার পূর্ব বর্ধমান সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা। সন্দেহের বশে কয়েকটি গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যে। ইতিমধ্যে গণধোলাইয়ের ফলে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের, জখম অনেকেই। এই গুজবের হাত থেকে বাদ পরছে না পূর্ব বর্ধমান জেলাও। জেলাবাসীদের মধ্যে ছেলেধরা গুজবে সচেতেনতা বাড়াতে আসরে নেমেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যে সোশ্যাল-মিডিয়া থেকে প্রত্যেকটি থানা এলাকায় পুলিশ মাইকিং করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে তৎপর জেলা পুলিশ। এছাড়া জেলার বিভিন্ন ব্লক প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন ভাবে সচেতন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে শিশু বা কিশোররা যাদের ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে এদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ ইচ্ছায় কোন না কোন কারনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিম্বা কেউ কেউ পথ ভুল করে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ ছেলেধরা বলে যে গুজব ছড়াচ্ছে এবং ওই গুজবের ফলে তথাকথিত 'ছেলেধরা' হিসাবে সন্দেহের বশে নির্যাতিত হচ্ছে নিরপরাধ মানুষ জন। এটা একেবারেই অমানবিক এবং অপরাধযোগ্য কাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লোকজন কিম্বা কয়েকটি ডিজিটাল মিডিয়াও ছেলেধরা বলে ঘটনাগুলিকে প্রচার করছে যেটা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরী করছে। যতক্ষন না পুলিশ বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত করছে ততক্ষন পর্যন্ত এই ধরনের প্রচার আইনের দিক থেকে অপরাধ। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ জানান, যারা এই ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করছে তাদের পুলিশ খুঁজে বার করছে। এই যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়াও হচ্ছে। কোনও ব্যক্তিকে ঘিরে সন্দেহ তৈরি হলে পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিন কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নিলে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া জেলার প্রত্যেকটি থানার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দিতে কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ, কেউ অযথা এইভাবে গুজব কান দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করবেন না, তা হলে আইনিভাবে কড়া ব্যবস্থা নিতে পিছুপা হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেন পুলিশ সুপার আমনদীপ। সম্প্রতি বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর এলাকায় স্কুল ছুটির পর স্কুল বাস থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় হঠা দুই খুদে পড়ুয়া কে খুঁজে পান না দুই অভিভাবক। তাদের সন্দেহ হয় তাদের সন্তানদের ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে। সেই হিসাবে বর্ধমান থানায় তারা অভিযোগও জানায় এবং পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড় পড়ুয়াদের উদ্ধার করতে। শহরের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ তন্নতন্ন করে খোঁজে পুলিশ আধিকারিকরা। অবশেষে দুই প্যুয়া কে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে দুই খুদে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বেশ কিছু দিন আগে বর্ধমান শহরের তেলমাড়ুই পাড়া এলাকায় দুই ভিক্ষুককে ছেলেধরা সন্দেহে গণধোলাই দেয়, এবং বর্ধমান থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। কিন্তু পুলিশ তদন্তে জানতে পারে এই দুইজন আদৌ ছেলেধরা নয়। আরও কয়েকটি ঘটনায় ছেলেধরা সন্দেহে মারধরের ঘটনা ঘটে যার সাথে ছেলেধরার কোন সম্পর্ক নেই। তবে ছেলেধরা বা বাচ্চা চুরির কোনও ঘটনা এলাকায় না ঘটলেও কেন এই গুজব? এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে জেলা পুলিশ কে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, এই ধরনের গুজব সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সমাজে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা চলছে। এলাকায় কেউ বা কারা অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু লোক। যারা এভাবে পুলিশকে ব্যস্ত রেখে নিজেদের অপরাধমূলক কাজ হাসিল করতে নিতে চাইছে। ছেলেধরা জাতীয় গুজব রুখতে এবার আসরে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে গুজবের উৎস এবং তা ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম নিয়ে। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে পুলিশের তরফে ও ব্লক প্রশাসনের তরফে মাইকে ঘোষণার পাশাপাশি সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে সচেতন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে প্রহরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ আগস্ট ঃ কোচবিহারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে প্রহরা, জানালেন বিএসএফ হেডকোয়ার্টার কোচবিহার। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ বিএসএফ গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফ হেডকোয়ার্টার কোচবিহারের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গত ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪০৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫০৯ কিলোমিটার গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের আওতাধীন। গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের ব্যাটেলিয়ানের সংখ্যা ১১ টি। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে শুরু হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। বাংলাদেশের সরকার পড়ে গিয়ে এখন ওই দেশের ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে। আন্তর্জাতিক দিক নিয়ে চিন্তা করলে, বাংলাদেশকে প্রভাবিত করতে পারে আমেরিকা। সেই কারণে কোচবিহারের বিভিন্ন সীমান্তে তাই প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে। অতন্দ্র প্রহরা চলছে বিএসএফের। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেমন হবে তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
23/GPW/WBFDC/2024-25	Creation of Plantation & Three year's maintenance at Institute of A.H. &V.B. (R& T) over 1.5 Ha. of Belgachia, Kolkata area.	08.08.2024	16.08.2024
24/GPW/WBFDC/2024-25	Creation and Three Years Maintenance of Corporate Social Responsibility Plantation at Genexx Valey Complex, Joka, Thakurpukur = 2.00 Ha. of Kolkata Municipal Corporation (KMC) Ward No.144 at Calcutta South Range under Urban Recreation Forestry Division.		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি এর ব্যবস্থাপনায় আজ (৭ আগস্ট,২০২৪) স্থানীয় রবীন্দ্রভবন সভাকক্ষে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালনের উদ্দেশ্যে 'কবিগুরু স্মরণে' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সদর তমোজিত চক্রবর্তী, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ), শ্রী তাপস মন্ডল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহকুমা শাসক সদর তমোজিত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি সহযোগে বিশ্বকবিকে স্মরণ করা হয়।

'ড্রাগের নেশা সর্বনাশা' এই বার্তা নিয়ে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ বুধবার মেঘলা আকাশ সবে ভোর হয়েছে তিস্তা পাড়ের জলপাইগুড়ি শহরে, এরই মধ্যে স্কুলের পোশাক পরে গুটি গুটি পায়ে পুরসভা মুখি হতে দেখা যায় আগামী প্রজন্মকে, সঙ্গী উর্দি ধারী কোতয়ালি থানার পুলিশ, মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী সহ জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ার পার্সন, ভাইস চেয়ারম্যান সহ পুর প্রতিনিধিগণ। ড্রাগ বিরোধী মিছিল এগিয়ে চলে রাজপথ ধরে, বার্তা একটিই 'ড্রাগের নেশা সর্বনাশা'। এই প্রসঙ্গে সদর মহকুমা তমোজিত চক্রবর্তী জানান, আমরা সবাই অবগত আছি এই ড্রাগের নেশার কুফল সম্পর্কে, আগামী প্রজন্মের সামনে সেই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতেই এই ড্রাগ বিরোধী মিছিল। অপরদিকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ার পার্সন পাপিয়া পাল জানান, আগামী প্রজন্মকে সর্বনাশা ড্রাগের নেশা সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন করে তুলতেই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, জেলা প্রশাসন এবং কোতোয়ালি পুলিশের সহযোগিতায় আজকের এই ড্রাগ বিরোধী মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জলপাইগুড়ি পৌরসভা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রীমতি শিল্পী বর্মন মহন্ত, স্বামী- প্রদীপ মহন্ত, সাং- মাধবপাড়া, পোঃ- বিজয়শ্রী, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, জনৈকা স্বর্নালী বিশ্বাস দেব, পিতা- শ্রী বিপ্লব দেব, সাং- চকভবানী, পোঃ- বালুরঘাট, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত ইংরাজী ২৪।০১।২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর. দক্ষিন দিনাজপুর, বালুরঘাট রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৩৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি জনৈক শ্রী বিপ্লব দেব, পিতা-স্বর্গীয় শ্যামল কুমার দেব, সাং- চকভবানী, পোঃ-বালুরঘাট, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্তঃ নামীয় মক্কেল বরাবর ১২।০৪।২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর, দক্ষিন দিনাজপুর, বালুরঘাট রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮৩৩ নং বিক্রয়কবলা দলিলমূলে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত মালিক বা দখলীকার থাকিলে বা রের্কড এর বিষয় কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা-বালুরঘাট, মৌজা- হাজীপুর, জে.এল. নং -১৪০, খতিয়ান নং- ৯০৮, দাগ নং- এল.আর. ১১৯ (ছিয়ানব্বই), পরিমান- ২৬৫ শতক শালি শ্রেণী জমিভুক্ত জমির মধ্যে বর্তমানে কনভার্শন CN/2022/1701/857 নং কেসে কর্মাশিয়াল বাস্তু ১৫৪ শতক জমি মধ্যে ৩.৫ শতক ফাঁকা জমি।

চৌহদ্দী- উত্তরে ও পূর্বে- ১২ ফুট চলাচলের কাঁচা রাস্তা, দক্ষিনে- ১৩ ফুট চওড়া চলাচলের কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- দাতা নিজ।

শ্রী, যোগেশ পারখ, আইনজীবি, দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট, জেলা ঃ দক্ষিন দিনাজপুর

পিন কোড-৭৩৩১০১,
ফোন নং ৯০০২৫৮০৭০৯

South Dum Dum Municipality

Nager Bazaar, Kolkata -700074

Tender Notice No. 313
Tender Notice Date 7.8.2024

NOTICE INVITING TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No.313/8/2024-2025 dated 07/08/2024 under South Dum Dum Municipality. For details log on to w.w.w.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.(Prebid Meeting Held on 09/08/2024. 2.00 pm to 3.00 pm). Last date of Submission : 20/8/2024 Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Executive Officer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১৪৭_২০২৪-২৫, তারিখ ০৬.০৮.২৪। কাজের বিবরণ:** বর্ষার মরশুমে আপাতকালীন সামগ্রী হিসেবে হাওড়া ডিভিসনে কোয়্যারি স্টোন ডাস্ট সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,৫৫,৫৯,০৫০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,২৭,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৯.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-212/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/লোকো, তারিখ ০৬.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। **সিকোয়েন্স নং, লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপ : **এএ/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১,** ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার ১ -এর অধীন (অ্যানেক্সার - ১-এ উল্লিখিতমতো লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর রিষড়া ও শ্রীরামপুর) স্টেশনগুলিতে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেমে (ইউটিএস) কাউন্টারে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাযুক্ত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান তৎসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ। **এএ/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১,** ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার ২-এর অধীন (অ্যানেক্সার - ১-এ উল্লিখিতমতো শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও তারকেশ্বর) স্টেশনগুলিতে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেমে (ইউটিএস) কাউন্টারে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাযুক্ত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান তৎসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ। **এএ/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১,** ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার ৩-এর অধীন (অ্যানেক্সার - ১-এ উল্লিখিতমতো ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম ও কাটোয়া) স্টেশনগুলিতে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেমে (ইউটিএস) কাউন্টারে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাযুক্ত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান তৎসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ। **এএ/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১,** ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার ৪-এর অধীন (অ্যানেক্সার - ১-এ উল্লিখিতমতো পাণ্ডুয়া, মেমারি, বর্ধমান, বোলপুর ও রামপুরহাট) স্টেশনগুলিতে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেমে (ইউটিএস) কাউন্টারে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাযুক্ত ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান তৎসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ। **এবি/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১,** বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১,** ধনেখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১,** গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১,** কইচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এসি/১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১; এসি/২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১; এসি/৩, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১; এসি/৪, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১; এসি/৫, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১; এসি/৬, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১; এসি/৭, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১; এসি/৮, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১; এসি/৯, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১; এসি/১০, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১; এসি/১১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১; এসি/১২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১;** ৩ বছর মেয়াদের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসন (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোর (ডব্লুএপি-৪) বাহ্যিক পৃষ্ঠে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে (পিইউ পেন্টিং দ্বারা) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার। **এসি/১৩, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১; এসি/১৪, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১; এসি/১৫, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১; এসি/১৬, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১; এসি/১৭, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১; এসি/১৮, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১; এসি/১৯, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১; এসি/২০, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১; এসি/২১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১; এসি/২২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১;** ৩ বছর মেয়াদের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসন (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোর (ডব্লুএজি-৫) বাহ্যিক পৃষ্ঠে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে (পিইউ পেন্টিং দ্বারা) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার। **অকশন শুরুর তারিখ/সময় :** ২১.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।

(HWH-214/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৮৯, তারিখ ০৬.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৫/২৪-২৫/ক্যাপ। অবস্থানসহ কাজের নাম:** শিয়ালদহ ডিভিসনের ডিডিজে-বিএনজে, বিটি-এইচএনবি, ডিডিজে-কেওএএ-পিপিজিটি ও ডিডিজে-বিএলওয়াইএইচ-এর বিভিন্ন সিগন্যালিং উপকরণের প্যাচ মেরামতি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৫২,২৩,১৯২.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১,০৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২২.০৮.২০২৪। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি কাজকে সমপ্রকৃতির কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-146/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Process Paid Rs.100/- Adv. Deepak Sawant

PUBLIC NOTICE
IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (S.D.) BELAPUR AT. BELAPUR

M.A. No. 509/2024

MR. JAIDEEP SEN Age 56 Years, Occ. Service
Add.:- Flat No.102, MAHAVIR SHARAN, Plot No. 197, Sector 28, Vashi, Navi Mumbai, Tal & Dist. Thane. **...Applicant**

V/s

Nil

Late. KRISHNA SEN is the mother of applicant **MR. JAIDEEP SEN** who expired on **06/10/2023 at Rajpur, Sonarpur, South 24 Parganas, West Bengal.** That the property description standing in the name of deceased **Late. KRISHNA SEN** is attached herewith.

SCHEDULE OF THE PROPERTIES:

No.	Particulars	Value
1)	50% share of Flat No.102, Mahavir Sharan, Plot No. 197, Sector 28, Vashi, Navi Mumbai, Tal&Dist. Thane. 50% share is with Applicant.	Rs.9,66,450/-
	50% of Total Valuation	Rs.4,83,225/-

Whereas the above said applicant have filed Misc. Application for obtaining Heirship Certificate in the Court of Civil Judge (S.D) Belapur, at Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, India.

You the member of public are hereby given notice to appear in the Court of Civil Judge (S.D) Belapur, at Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, India in person or by pleader duly instructed and to file your say/objections if any within 30 days from the date of publication of this public notice, failing which the said application will be held presuming that there is no objection from anybody and the application will be finally decided.

Given under hand and seal of the court this 26/06/2024

Sd/- **Jr. Clerk** (Court Seal) Sd/- **Asst. Superintendent** Civil Judge S.D, Belapur

Office of Moukhali Gram Panchayat

Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas

Notice Inviting E-Tender No.: MGP/280/2024, Date.-07.08.2024

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the two different works. Fund: SWM. Bid submission starting from 08.08.2024 at 5.30 PM. up to 16.08.2024 at 11.00 PM. Date of Opening of tender 19.08.2024 at 11:30 A.M. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

বিভিন্ন হসপিটাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে টাই-আপ করার উদ্দেশ্যে আগ্রহের প্রকাশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (মেডিক্যাল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, চক্রধরপুর, নিম্নলিখিত কাজের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিসনের বিভিন্ন হসপিটাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে টাই-আপ করার উদ্দেশ্যে "আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)" আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** এক (১) বছর সময়কালের জন্য রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের জন্য রাঁচির সিজিএইচএস (নন-এনএবিএইচ) হারে প্যাথোলজিক্যাল, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইউএসজি ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পাদনের দায়িত্ব নেবার জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ঝারসুগুড়া, ডাঙ্গোয়াপোসি ইত্যাদি) সহ ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল/চক্রধরপুর, সাব ডিভিসনাল হসপিটাল/টাটানগর ও বন্ডামুন্ডার নিকটবর্তী বিভিন্ন হসপিটাল/পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল/চক্রধরপুর, সাব ডিভিসনাল হসপিটাল/টাটানগর ও বন্ডামুন্ডার নিকটবর্তী আগ্রহী হসপিটাল/পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ মুখবন্ধ খামে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্যাবলী সহ সিএমএস অফিস, চক্রধরপুরে ডাকযোগে/হাতে হাতে চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল, চক্রধরপুর, জেলা ঃ পশ্চিম সিংভুম, ঝাড়খণ্ড-৮৩৩১০২-এর নিকট আবেদন করতে পারেন। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টা। ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** (gotodivision>Chakradharpur> Department>Medical>notification)-এ বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

(PR-460) চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, চক্রধরপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/070/12/2024-2025/R** Name of Work: **Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpath at 15 allenby Rd., 49/B, 63/D Chakraberia Rd.(N), 8/3B Chakraberia Rd. (S) & other different locations in Ward No.-70 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,66,613.65**. Earnest Money: ₹ **9,400.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of Bid: **23.08.2024–12.00 noon.** Date of opening of Tender: **27.08.2024–12.00 noon.** The bid forms and others details are available on and from **12.08.2024 (5.00 p.m.)**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/083/07/2024-2025/BUSTEE** Name of Work: **Repairing of Bustee Privies at 122, 236, Kalighat Road, 34/1A, Mahim Halder Street etc. in Ward No.-083 under borough-VIII.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,49,871.56**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **135 Days**. Last date and time of submission of Bid: **21.08.2024–12.00 noon.** Date of opening of Tender: **23.08.2024–12.00 noon.** The bid forms and others details are available on and from **09.08.2024 (5.00 p.m.)**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/090/09/2024-2025/R** Name of Work: **Painting of KERB Stone at Portions of Panchanantala Rd. Lake View Rd., Lake Rd., Southern aveand others in Ward No.-90.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,79,990.16**. Earnest Money: ₹ **3,600.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of Bid: **20.08.2024–12.00 noon.** Date of opening of Tender: **22.08.2024–12.00 noon.** The bid forms and others details are available on and from **08.08.2024 (5.00 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites percentage rate tenders in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EEC/XI/111/010/2024-25/R** Name of Work: **Maint. of Road by Laying Cement Concrete at Diff. Places Viz. Rabindrapally, Kamdahari Puba Para, Goststala etc. in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated Value(Incl. GST & CESS): ₹ **4,79,776.24**. Earnest Money: ₹ **9,600.00**. Time of Completion: **45 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EEC/XI/113/001/2024-2025/R** Name of Work: **Improvement of C.C. Road at 376 Bansdroni Park, 145 Bansdroni Govt. Colony, 15/A and Gouri Villa in Ward No.-113.** Estimated Value(Incl. GST & CESS): ₹ **4,91,205.25**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.08.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid: **28.08.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and others details are available on and from **13.08.2024 (5.00 p.m.)**(for Sl. No. 1 & 2). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **E. E. (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE-III/13/1/24-25 (1st Call)** Name of Work: **Repair of Road Surface at 5/A, Canal East Road and Surrounding Areas in Ward No.-13 to be disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **4,92,365.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EE-III/13/8/24-25/Bustee** Name of Work: **Renovation of Bustee Sewer at 5/1, Gurudas Dutta Garden Lane in Ward No.-13.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,94,238.00**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Period of Completion: **30 Days**.

3. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B4/24-25/Bustee** Name of Work:**Repairing of Bustee IPS Passage at 15/H/45, 41/H/4, Narkeldanga North Road, 1/B/2 Kasaibustee 1st Lane and others various location in Ward No.-29.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **1,37,147.00**. Earnest Money: ₹ **2,750.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of Bid: **20.08.2024 upto12.00 noon**(for Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Tender: **22.08.2024 on or after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and others details shall be available on and from **09.08.2024 (5.00 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **E. E. (Civil), Br-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/IX/079/019/2024-2025** Name of Work: **"Removal of Chokage by Repairing S.W. Pipe Line & Ancillary Work in different Bustee Areas in Ward No.-79".** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of Bid: **21.08.2024–12.00 noon.** Tender will be opened on: **23.08.2024 – 12.00 noon.** The bid forms and others details are available on and from **09.08.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https:// etender.wb.nic.in.**

The **E. E. (C), Br-VI, KMC** invites tender online item rate two bid system for following works:–

1. NIT No.: **VI/046/008/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Repairing of Bustee I.P. and concrete passage at 133/1, S.N. Banerjee Road, 4, Korabardar Lane, 6/14, Nilmoni Halder Lane and 48 Metcalf Street etc. in Ward No.-46.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **3,92,747.00.** Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **25 Days**.

2. NIT No.: **VI/046/009/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Repairing of Bustee Latrine at 4, Korabardar Lane, 133/1, S. N. Banerjee Road, 6/14, Nilmoni Halder Lane etc. in Ward No.-46.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **3,47,101.00.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **45 Days**.

3. NIT No.: **VI/046/010/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Repairing of Bustee Sewer Line at 133/1, S.N. Banerjee Road, Nilmoni Halder Lane and 4, Korabardar Lane etc. in Ward No.-46.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **1,96,200.00.** Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Period of Completion: **25 Days**.

4. NIT No.: **VI/046/015/2024-2025/D** Name of Work: **Repairs of Paver Block Footpath at 7/1A Lindsay Street, Bertam Street, 20, J.L. Nehru Road, 27 Lenin Sarani etc. and its surrounding area in Ward No.-46.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **4,19,054.00.** Earnest Money: ₹ **8,500.00**. Period of Completion: **45 Days**.

5. NIT No.: **VI/047/006/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Maintenance of Bustee Drainage near 2,5,6, Halder Lane, 17, Biplabi Anukul Ch. St. etc. & surrounding Bustee area in Ward No.-047.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,969.00.** Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Period of Completion: **90 Days**.

6. NIT No.: **VI/047/007/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Maintenance of Bustee Passage near 13, Gangadhar Babu Ln, 22 Malanga Lane etc. and surrounding Bustee area in Ward No.-047.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,905.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00**. Period of Completion: **60 Days**.

7. NIT No.: **VI/051/006/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Maintenance of Bustee Drainage at 43 Gokul Baral Street, 46, Gokul Baral Street, 50 Dhirendhar Sarani etc. & Adjoining Bustee area in Ward No.-051.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,48,433.00.** Earnest Money: ₹ **5,100.00**. Period of Completion: **45 Days**.

8. NIT No.: **VI/052/005/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Maintenance of Bustee Sewerage system near prem. No. 7/H/4, 2 Amiya Hazara Lane, 13/2B, 14/2 Uma Das Lane, 11 Goal Tuli Lane and Adiacent area in Ward No.-52.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,305.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00**. Period of Completion: **40 Days**.

9. NIT No.: **VI/052/006/2024-2025/R/BUSTEE** Name of Work: **Maintenance of Bustee Latrine at 3 Amiya Hazra Lane, 7H/1,14 Uma Das Lane and Adjacent area in Ward No.-52.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **3,49,322.00.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **60 Days**.

10. NIT No.: **VI/052/010/2024-2025/R** Name of Work: **Improvement of Concrete Lane near Premises No. 8/2B, 2 Sooker Sarkar Lane in Ward No.-52.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,486.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

11. NIT No.: **VI/052/011/2024-2025/R** Name of Work: **Improvement of Concrete at 5, 124 Collin Street in Ward No.-52.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **3,49,194.00.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **60 Days**.

12. NIT No.: **VI/053/006/2024-2025/D** Name of Work: **Restoration of I.P.S. & Paver Block Footpath and Concrete passages (Disturbed due to cutting by CESC Ltd. and Natural Wear & Tear) at 49 S.N. Banerjee Road, 20/1/A, 22 Taltala Bazar Street and different places in Ward No.-53.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **4,37,681.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

13. NIT No.: **VI/061/017/2024-2025/R** Name of Work: **Repairing of Drainage system at 68, 39, 88 Elliot Road, 12 Bedford Lane, 33, 31 Park Lane, 8 N.S.I. Lane and different places in Ward No.-061.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,541.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of Bid: **21.08.2024–1.00 p.m.**(for Sl. No. 1 to 13). Tender opened on: **23.08.2024 – 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 13). The bid forms and others details are available on and from **07.08.2024 (6.00 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 13). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 13).

370/24-25

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ হার ভারতের

কলম্বো, ৭ আগস্টঃ গুরু গম্ভীর জমানার প্রথম ওয়ানডে সিরিজ। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে লজ্জাজনক পারফরম্যান্স টিম ইন্ডিয়ার। তিন ম্যাচের সিরিজে একটাও ম্যাচ জিততে পারলেন না রোহিত শর্মারা। প্রথম ম্যাচ কোনওমতে টাই হওয়ার পরে টানা দুই ম্যাচে হারল ভারত। ২-০ ফলে সিরিজ জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম ম্যাচে টাই এবং দ্বিতীয় ম্যাচে হারের পর ভারতের পক্ষে সিরিজ জেতা এমনিতেও সম্ভব ছিল না। বুধবার সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে নেমেছিল মেন ইন ব্লু। সেই জন্য দলে দুটি পরিবর্তন করে ম্যানেজমেন্ট। কে এল রাহুল এবং অর্শদীপ সিংকে বসিয়ে নামানো হয় ঋষভ পন্থ এবং রিয়ান পরাগকে। ব্যাট হাতে অবদান রাখার পাশাপাশি স্পিন সহায়ক উইকেটে রিয়ানের বোলিং কার্যকর হবে বলেই আশা ছিল দলের। এদিন টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। ওপেন করতে নেমে ৯৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন আবিষ্ক ফার্নান্ডো। ৪৫ রানের ইনিংস আসে আরেক ওপেনার পাথুম নিশঙ্কার ব্যাট থেকেও। তিন নম্বরে নেমে ৫৯ করেন কুশল মেন্ডিস। এই তিন ব্যাটারের দাপটেই ৫০ ওভার ২৪৮ রান তুলে ফেলে লঙ্কা ব্রিগেড। ভারতের তরফে তিন উইকেট তুলে নেন রিয়ান। ঘূর্ণি উইকেটে প্রায় ২৫০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ভারত। পঞ্চম ওভারেই আউট হয়ে যান শুভমান গিল। অন্যদিকে ২০ বলে ৩৫ রান করে ঝোড়ো শুরু করলেও বড় ইনিংস গড়তে পারেননি রোহিত। তার পর থেকে কেবলই ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবি। বিরাট কোহলি থেকে পন্থ-কেউই টিকে থাকতে পারেননি। শেষ দিকে এসে মরিয়া চেষ্টা করেন ওয়াশিংটন। তবে লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১১০ রানের বিরাট ব্যবধানে ম্যাচ হারল ভারত। লজ্জার নজির গড়ে দেশে ফিরবে মেন ইন ব্লু।

মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি

অলিম্পিক থেকে ছেঁটে ফেলা হল বিনেশ ফোগাটকে

প্যারিস, ৭ আগস্টঃ দু'চোখ ভরে দেখছেন তিনি সোনার পদকের স্বপ্ন। দেশবাসীও সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। বিনেশ ফোগাটের হাত ধরে প্যারিস গেমস থেকে ভারতে প্রথম সোনা কি আসছে? প্যারিস অলিম্পিকে মঙ্গলবার রুপো নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন ভারতীয় কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট। দেশের প্রথম মহিলা কুস্তিগির হিসেবে সেমিতে উঠে আগেই নজির গড়েছিলেন। এ বার তাঁর সামনে সোনার পদকের ম্যাচ। কিন্তু বুধ-সকালে প্যারিস থেকে উড়ে এসেছে খারাপ খবর। জানা যাচ্ছে প্যারিস অলিম্পিকে মহিলাদের ৫০ কেজি ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ফাইনালে নাও নামতে পারেন বিনেশ ফোগাট। অলিম্পিক থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলা হল। কিন্তু কেন? হরিয়ানার মেয়ে বিনেশ ফোগাটের নজর প্যারিস গেমসে সোনার পদকে। কিন্তু তাঁর ফাইনাল ম্যাচে নাও নামা হতে পারে। কারণ, তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছে। যে কারণে তিনি ফাইনালে ডিসকোয়ালিফাই হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাথলিটদের ইভেন্টের দুই দিনই একই ওজন থাকতে হয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিনেশ ফোগাটের ১০০ গ্রাম ওজন বেড়ে গিয়েছে। যে কারণে তাঁকে অলিম্পিক থেকে ছেঁটে ফেলা হল। অলিম্পিক ফাইনালে খেলার যোগ্যতা হারালেন বিনেশ ফোগাট। জানা গেছে, বিনেশ ফোগাট মঙ্গলবার সারারাত ঘুমোননি। তিনি মঙ্গলবার রাতে জগিং, স্কিপিং এবং সাইক্লিং করেছেন ক্রমাগত। কিন্তু তিনি ১০০ গ্রাম ওজন কমাতে পারেননি। নিয়ম অনুযায়ী, অলিম্পিকে কুস্তিগিরদের প্রতি ইভেন্টের আগে ওজন মাপা হয়। তাতে অল্প হলেও হেরফের হলেই ইভেন্টে নামতে পারেন না সেই অ্যাথলিট। ভারতের পক্ষ থেকে বিনেশের ওজন পুনরায় মাপার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ইভেন্টের পর বিনেশের ২ কেজি ওজন বেড়েছিল বলে জানাও গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ইভেন্টের দুই দিন অ্যাথলিটের ওজন ঠিক না থাকলে তিনি পদক পাওয়ার

যোগ্য বলে গন্য হন না। তাই বিনেশ ফোগাট প্যারিস গেমসে মহিলাদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন। খবর পাওয়া গিয়েছে, ফোগত প্যারিসের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি। আচমকা কী হল ভারতের নামী কুস্তিগিরের? জানা গিয়েছে, ডিহাইড্রেশনে তিনি কাবু, তাঁর শরীরে জল কমে গিয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি অবশ্য স্থিতিশীল রয়েছেন। ভিনেশের ১৫০ গ্রাম ওজন বেশি, সেই নিয়েই তিনি ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে তিনি লড়েছেন, এমনই অভিযোগ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির। সেই কারণেই কি মঙ্গলবার তিনি খেলার সময় বাড়তি টেনশন করছিলেন? সারারাত ধরে ভিনেশের শরীরে ওপর ধকল গিয়েছে। তাঁর শরীর থেকে রক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর চুল কেটে দেওয়া হয়েছে। জল পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। ভিনেশ গতরাতেই সেমিতে জয়ের পরে বলেছিলেন, ''আমি ওজন কমানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার মাংসপেশীর ওজন খুব ভারী, তাই হয়তো শেষমেশ ওজন করেনি।'' আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকা চিকিৎসক দিনশ পারদিওলা পুরো বিষয়টি ওয়াকিবহাল করেছেন। তিনি থাকতেও এমন কেন হল, সেই নিয়েও কথা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভিনেশ কি চক্রান্তের শিকার? তাঁর ওজন বেশি, তারপরেও তিনি গত ম্যাচে একই ওজনভিত্তিক গ্রুপে নামলেন কী করে! ভিনেশ হলেন সেই তারকা, যিনি একটা সময় দেশের কুস্তিগিরদের সঙ্গে ব্রিজভূষণ কাণ্ডে আন্দোলন করেছিলেন। একইসঙ্গে অলিম্পিক্সের জন্য প্রস্তুতিও চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। যা করেননি বজরং পুনিয়া ও সাক্ষী মালিকরা। আর সেই কারণে ওই তারকা কুস্তিগিররা অলিম্পিক্সের ট্রায়ালে ডাক পাননি। যোগ্যতামান পেরতে পারেননি তাঁরা। ভিনেশ বিপ্লবও করেছেন, নির্যাতিতা বক্সারের পাশেও থেকেছেন। দিনের পর দিন যন্তরমন্তরে ধর্নাও দিয়েছেন, আবার নিভৃতে অলিম্পিক্সের জন্য প্রস্তুতিও সেরেছেন। সেই কারণেই ভিনেশ চলতি গেমসে সাফল্য পেয়েছেন। তিনি মন জয় করে নিয়েছেন দেশবাসীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যারিস অলিম্পিক্সে বড় ধাক্কা খেলেন ভিনেশ ফোগত। এ দিন প্যারিস অলিম্পিকের ফাইনাল রাউন্ড থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, 'বিনেশ, তুমি চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়ন! তুমি দেশের গর্ব এবং প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে অনুপ্রেরণা। আজকের ধাক্কাটা বেদনাদায়ক। আমি কী অনুভব করছি, তা যদি শব্দে বোঝাতে পারতাম...।' প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, 'একই সময়ে আমি জানি, তুমি সহনশীলতার প্রতীক। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব। আরও শক্তি নিয়ে ফিরে আসো তুমি! আমরা সবাই তোমার জন্য প্রার্থনা করছি।'

‘ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে’

বিনেশ ফোগাট ইসুতে আইওসি-কে কাঠগড়ায় তুললেন বিজেন্দর সিং

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ আর মাত্র কয়েকঘণ্টা পর সোনার পদকের লক্ষ্যে প্যারিস গেমসে নামার কথা বিনেশ ফোগাটের। সব যেন এক লহমায় বদলে গেল। হঠাৎ করেই জানা গিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিক থেকে বাতিল হলেন ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট। মঙ্গলবার প্যারিস গেমসে মেয়েদের ৫০ কেজি ফ্রি স্টাইল কুস্তির তিনটে বাউটে নেমেছিলেন হরিয়ানার মেয়ে। তার তিনটিতেই জিতে তিনি রুপো নিশ্চিত করেছিলেন। আজ, বুধবার সোনার লক্ষ্যে তাঁরা নামার কথা। কিন্তু রাতারাতি তাঁর ২ কেজি ওজন বেড়ে যাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। সারারাত জেগে, প্রচুর ওয়ার্কআউট, সাইক্লিং করে, দৌড়ে তিনি ১ কেজি ৯০০ গ্রাম ওজন কমিয়েছেন। কিন্তু আর ১০০ গ্রাম কমাতে পারেননি। তাই তিনি অলিম্পিক থেকে বাতিল হয়েছেন। ভারতীয় তারকা বক্সার বিজেন্দর যায়। যখন ও জানে অলিম্পিকে পরের দিনই একটা ইভেন্টে নামতে হচ্ছে, তাই সেই মতো ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন মতো অনুশীলন করতে হয়। ওজন যদি ১০০ গ্রাম বেড়ে গিয়েছে, তা হলে ১ ঘণ্টা বা ৩০ মিনিট দৌড়াতে পারে। শরীরচর্চা করতে পারে। ওর সঙ্গে যেটা হয়েছে, ঠিক হয়নি। আমি ও আমার পরিবার ওর জন্য প্রার্থনা করছি। ও ভারতের জন্য সোনা জিততে যাচ্ছিল। সেখানে এমন ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত।'' বিজেন্দর সিং মনে করছেন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি বলেন, ''আইওসিকে দোষ দেওয়া যেতে পারে। মনে হচ্ছে ওরা ওকে (বিনেশ ফোগাটকে) জিততে দিতে চায় না। কুস্তিতে যে আমরা সোনা পাই, সেটা ওরা চায় না। আমার মনে হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।'' ভারতীয় বক্সার বিজেন্দর

সিংয়ের মতে ভারতের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে। ভারতীয় ক্রীড়া মহলে এখন বিনেশ ফোগাট ইস্যু জ্বলন্ত। এই পরিস্থিতিতে এনডিটিভিকে ভারতীয় তারকা বক্সার বিজেন্দর সিং তাঁর অনুভূতির কথা বলেন। তাঁর কথায়, ''আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি। ভীষণ হতাশাজনক খবর। আমার খুব রাগ হচ্ছে। বিষয়টা ভীষণ দুঃখজনক। হতাশা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।'' কুস্তির মতো বক্সিংয়েও ওজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় বক্সার বিজেন্দর সিংয়ের কথায়, রাতারাতি ৪-৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলা যায়। ফলে ১০০ গ্রাম ওজন কমানো কঠিন নয়। তিনি বলেন, ''১০০ গ্রাম ওজন বাড়াটা কোনও ব্যাপারই না। আমরা রাতারাতি ৪-৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলতে পারি। তাই ১০০ গ্রাম খুব সহজেই কমানো জানান, বক্সিংয়ের ক্ষেত্রে যজি কোনও বক্সারের ওজন বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে তাঁদের ওজন কমানোর সুযোগ দেওয়া হয়। স্টিম বাথ, দৌড়ানো, ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে ওজন কমানোর চেষ্টা করা হয়। এ বার প্রশ্ন হল, বিনেশ কি আদৌ ফাইনালে নামতে পারবেন? বিজেন্দর বলেন, ''ভারত থেকে যে টিম প্যারিস অলিম্পিকে গিয়েছে, তাঁরা যদি আইওসির সঙ্গে কথা বলে, যদি একটা স্ট্রং ডিসিশন নিতে পারে তা হলে ওর ফাইনালে নামা সম্ভব। যেখানে ভারতের এক মেয়ের সঙ্গে চিটিং হচ্ছে, সেখানে তো লড়াই করতে হবে। আমার জীবনে আগে কখনও এমন অ্যাথলিট দেখিনি যাঁকে ফাইনালের আগে বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় টিম যদি সেখানে বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে বলে তা হলে কিছু হতে পারে।''

৮৭০ কোটি টাকায় আতলেতিকোতে মাদ্রিদে যাচ্ছেন আলভারেজ

মাদ্রিদ, ৭ আগস্টঃ শেষ পর্যন্ত ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়তে যাচ্ছেন হুলিয়ান আলভারেজ। তাঁর গন্তব্য স্পেন-আতলেতিকো মাদ্রিদ। ইংলিশ ক্লাবটি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে বিক্রি করছে চড়া দামে, বেশ মুনাফা করে। আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ম্যানচেস্টার সিটির চুক্তিটা ৯৫ মিলিয়ন ইউরোর। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮৭০ কোটি টাকা। ২০২২ সালে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেট থেকে ১৪ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তিতে ম্যানচেস্টার সিটিতে এসেছিলেন আলভারেজ। সেটি জানুয়ারিতে। তিনি কী তখন জানতেন, বছরের শেষটা তাঁর কীভাবে হবে? ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ জিতল আর্জেন্টিনা। দেশের বিশ্বজয়ে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। এর আগে কিছুদিনের জন্য রিভারপ্লেটে ধারে ফিরেছিলেন। সিটিতে ফিরে দুই মরসুমে গোল করেছেন ৩৬টি। এরপর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছেন সিটির হয়ে। এই তো কিছুদিন আগে জিতলেন আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা। তবে এটা ঠিক, সিটির হয়ে একেবারেই নিয়মিত খেলার সুযোগ পাননি, যা খেলেছেন সেটি আর্লিং হলান্ডের বদলি হিসেবে, বিকল্প হিসেবে। আতলেতিকো গেলে আলভারেজ কি নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবেন? আলভারো মোরাতা যদি আতলেতিকো ছেড়ে এসি মিলানে যান, তাহলে আলভারেজই হবেন আক্রমণে দলের মূল কান্ডারি। সেই সঙ্গে আতলেতিকোতে আর্জেন্টাইন কোচ দিয়েগো সিমিওনে তো আছেনই। তবে সিটি আলভারেজকে বিক্রি করে ৯৫ মিলিয়ন আয় করলেও আলভারেজের বিকল্প খেলোয়াড় খুঁজে বের করাটা তাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আতলেতিকো এবারের মরসুমে দলের শক্তি বাড়িয়ে রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার মতো শীর্ষ দুই ক্লাবকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাচ্ছে। গত মরসুমে চতুর্থ স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছিল তারা। এরই মধ্যে তারা ২০২৪ ইউরোজয়ী স্প্যানিশ তারকা রবিন লে নরমাঁকে দলে নিয়েছে। একই সঙ্গে দলে নিয়েছে নরওয়ের আলেকজান্ডার সরলথকে।

বিনেশকে পদকের দৌড়ে ফেরাতে কী কী করছেন মোদি, জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্নভঙ্গ। বুধবার (৭ জুলাই), প্যারিস অলিম্পিকে মহিলাদের কুস্তিতে ৫০ কেজি ওজন বিভাগে, সোনার লক্ষ্যে নামার কথা ছিল বিনেশ ফোগাটের। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপানের সুসাকিকে পরাস্ত করেছিলেন বিনেশ। তারপর সেমিতে কিউবার গুজম্যানকে। বুক বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন সারা দেশবাসী। কিন্তু, এদিন সকালেই এসেছে দুঃসংবাদ। ওজন বেশি হওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। সারা দেশের এই হতাশা ভাগ করে নিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যও। এদিন লোকসভায় তিনি জানালেন ভারতের পক্ষ থেকে সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে বিনেশকে ফের প্রতিযোগিতায় ফিরিয়ে আনা যায়। সেই সঙ্গে, বিনেশকে অলিম্পিক প্রস্তুতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা করা হয়েছিল, তাও জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। মনসুখ মান্ডব্য জানান, প্যারিসের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার সকালে অন্যান্য কুস্তিগীরদের সঙ্গে বিনেশেরও ওজন মাপা হয়। ৫০ কেজির মধ্যে ওজন থাকা উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু, বিনেশ ফোগাটের ওজন আসে ৫০ কেজি ১০০ গ্রাম। এই ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ার কারণেই প্যারিস অলিম্পিক থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে ভারতীয় কুস্তিগীরকে। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী,

ওজন বেশি হলে ওই প্রতিযোগীকে পদকের দৌড় থেকে সরিয়ে তালিকার একেবারে শেষে রাখা হয়। বিনেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে, হাল ছাড়ছে না ভারত। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার কাছে কড়া আপত্তি জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি, পিটি উষা বর্তমানে প্যারিসেই আছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁকে এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বিনেশকে অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য সকল সহায়তা করেছে সরকার। তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। হাঙ্গারির বিখ্যাত কোচ ওলেস আকোস এবং ফিজিও অশ্বিনী পাটিল তাঁর সঙ্গে সবসময় থাকেন। এছাড়া, দুজন স্পারিং পার্টনার্স (অনুশীলনের সহযোগী), স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং বিশেষজ্ঞ রাখার জন্য বিনেশকে অর্থ সহায়তা করেছে মোদি সরকার। ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, টোকিও অলিম্পিকের জন্য বিনেশ ফোগাটকে, ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ২২৪ টাকা দিয়েছিল সরকার। প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য ৭০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৭৫ টাকার সহায়তা দেওয়া হয়েছে। স্পেন, ফ্রান্স, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়ার মতো বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতায় এবং প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে অর্থ সহায়তা করা হয়েছে। রিহ্যাব প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যক উপকরণ কেনার জন্যও সাহায্য করা হয়েছে।

জয় ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে দলে। কিন্তু সেসব চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে ডুরান্ড কাপে দুরন্ত ছন্দে ইস্টবেঙ্গল। টানা দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। বুধবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ডাউনটাউন হিরোজ এফসির বিরুদ্ধে ৩-১ জিতে গেলেন নাওরেম মহেশরা। গোল করে দলকে জেতালেন মাদিহ তালাল এবং এদিন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরে নামা সল ক্রেসপো। পরিবর্ত হিসাবে নেমেই দুরন্ত গোল করেন জেসিন টিকেও। ১৪ আগস্ট এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

সোনার লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে ব্রাজিল

প্যারিস, ৭ আগস্টঃ মেয়েদের ফুটবলে ছয়বার বর্ষসেরা হয়েছেন মার্তা। তবে এই ব্রাজিলিয়ান একবারও অলিম্পিক সোনা জিততে পারেননি। এবারও দলের ছন্দহীনতা ও গ্রুপ পর্বে স্পেনের বিপক্ষে লাল কার্ড দেখায় দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় জেগেছিল নানা শঙ্কা। তবে শেষ পর্যন্ত অলিম্পিকে সোনার পদক না জিততে পারার আক্ষেপ মেটানোর সুযোগ পাচ্ছেন মার্তা। মার্শেইয়ে সেমিফাইনালে গতকাল রাতে স্পেনকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ২০০৮ সালের পর প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবলে ফাইনালে উঠেছে ব্রাজিল। সোনা জয়ের লড়াইয়ে তারা খেলবে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। সেমিফাইনালে জার্মানিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে তারা। মার্শেইয়ে সেমিফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে স্পেনই ফেবারিট ছিল। গ্রুপ পর্বে এই স্পেনের কাছে হেরেও ছিল ব্রাজিল। গতকাল অবশ্য শুরুতেই এগিয়ে যায়

লাতিন আমেরিকার দলটি। ৫ মিনিটে স্পেনের ইরেনে পারেদেসের আত্মঘাতী গোলের পর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গাবি পোর্তিলহো। ৭০ মিনিটে আদ্রিয়ানা ব্যবধান আরও বাড়ান। এরপর ৯০ মিনিটে ব্রাজিলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন কেরোলিন। স্পেনের সালমা পারাইউলোর দুটি গোল স্পেনের শুধু ব্যবধানই কমিয়েছে। ২০০৪ ও ২০০৮ অলিম্পিকে রুপা মেডেল জিতেছিল ব্রাজিল, দুবারই তারা হেরেছিল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরবেন মার্তা। এই ইভেন্টে রেকর্ড চারবারের সোনার পদক জেতা যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিপক্ষে একমাত্র গোলটি পেয়েছে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন সোফিয়া স্মিথ। গ্রুপ পর্বে এই জার্মানির বিপক্ষেই জোড়া গোল করেছিলেন স্মিথ। যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ সোনার পদক পেয়েছিল ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে। অর্থাৎ, সোনার পদক পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৩ মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকেই বাদ পড়ে যুক্তরাষ্ট্রকে। সে কারণে এবারের অলিম্পিকে ফাইনালে ওঠা তাদের কাছে বিশেষ কিছু। স্মিথ বলেছেন, ''আসলে এটা অনেক কিছু আমার কাছে। সব দিক থেকে গত বছরটা কঠিন গেছে। আমার মনে হয় নতুন বছরে আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা কখনো লড়াই ছাড়িনি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com